শঙ্খাসুর বধ।

[কাব্য।]

প্রথম খণ্ড



শ্রীফকিরচাঁদ গোস্বামী কর্ত্তৃক

বিরচিত ও প্রকাশিত।

১নং ভগবান বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলি, আহীরীটোলা ষ্ট্রীট,

কলিকাতা।

সন ১৩১১ সাল

মূল্য ৸৹ বার আনা।

PRINTED BY B. H. PAUL at the
HINDU DHARMA PRESS.
70 Aheereetola Street, Calcutta.

ভূমিকা।

মদীয় পূর্ব্বপুরুষ শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পিতামহ মহাকবি কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করিয়া বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করত অদ্যাবধি জীবিত আছেন, সেই ভাবিয়া আমার যশোলিপ্সা এতদূর বলবতী যে আমিও সেই দুরূহ পথের পথিক হইতে বাঞ্ছা করিয়াছি। জানি না, আমার ভাগ্যে কি ঘটে!

কতিপয় কারণ বশতঃ এই কাব্যের কেবল পঞ্চম সর্গ পর্য্যন্ত জন-সমাজে প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই কাব্যে আমি সম্পূর্ণ রূপ পৌরাণিকী ঘটনা অবলম্বন করি নাই। আর ইচ্ছাপূর্ব্বক স্তভিলা প্রভৃতি কতকগুলি ক্রিয়া ব্যবহার করিয়াছি। এই কাব্য যে কত সর্গে সমাপ্ত হইবে, তাহা বলিতে পারিলাম না।

পরিশেষে নিবেদন এই যে, মুদ্রাঙ্কণজনিত স্থানে স্থানে প্রমাদ ঘটিয়াছে। এস্থলে তাহার একটী উল্লেখ করিতেছি। ২৭ পৃষ্ঠায় ১২ পংক্তিতে 'করিল পঙ্কিল' স্থানে 'তাহারে পঙ্কিল' এইরূপ বর্ণ বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। সহৃদয় পাঠকবর্গ স্থলে স্থলে এইরূপ ভুল সংশোধন করিয়া পাঠ করিলেই বাধিত হইব।

আহীরীটোলা,
৭নং ভগবান বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেন,
কলিকাতা।
২রা ভাদ্র, ১৩১১ সাল।



শ্রীফকিরচাঁদ গোস্বামী

শঙ্খাসুর-বধ কাব্য।

প্রথম সর্গ।

প্রণমি, কবীন্দ্র-মুনি, তোমার চরণে,
দ্বৈপায়ন, জগতের কবি-কুলমণি,
অসীম কবিত্বকীর্ত্তি,—সাগর সমান—
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপি রহিয়াছে তব;
কল্পনা-তরঙ্গ যাহে উঠে অনিবার,
বিম্বসম ভাসে তাহে আমার রচনা।
হীন কবি, কিন্তু সদা যশে অভিলাষ,
বামন হইয়া চাঁদ ধরিবারে আশ।
ভেলায় ভরসা করি হায়, মূঢ়মতি,
অপার সাগর পার হইতে বাসনা!
তবে কি গো, অন্ধ যেই সুন্দর মূরতি
হেরিতে বাসনা তার হয় না কখন?

যবে দেবাসুর-রণে দানবেন্দ্র বলি,
চির-কোলাহলময় সাগরের তীরে,
করিলা নারাচাঘাত সহস্রলোচনে,
সহিতে না পারি সেই প্রচণ্ড প্রহার—
কোপেতে কুপিয়া, যেন মাতঙ্গ অঙ্কুশে,
জ্বলিল সহস্র অক্ষি, ধরিলা দম্ভোলি,
যথা যবে ঘোর রণে ত্রিপুর-সংহারে
ধরিলা কৈলাসপতি ভীম শূল করে।
হুঙ্কারি বাসব, ভীম অস্ত্র ঘোরনাদে
দিলেক ছাড়িয়া রোষে বধিতে দানবে,
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহকুল কাঁপিতে লাগিলা ;
মন্দ্রিল জীমূতবৃন্দ ভৈরব আরবে।
বহিল পবন বেগে, কাঁপিতে লাগিল
বলির হৃদয় ঘন বেগে ; সে ব্যাপারে
কাঁপিল কৈলাসগিরি, সতীর সহিত
চমকি উঠিলা বিশ্বনাথ ক্ষণে ক্ষণে।
উজলি অম্বরপথ ভীষণ অশনি
পড়িলা দানববক্ষে, অমনি তখন
বিশাল নগেন্দ্র তুল্য দৈত্যকুলপতি—
"হা গুরো, হা শুক্রাচার্য্য" বলিয়া তথায়
মুদিলা নয়নদ্বয়, প্রচণ্ড প্রহারে।
ব্যোমপথে ধ্বনিলা দুন্দুভি মুহুর্মুহুঃ ;
ত্রিদশ-আলয়ে যত অমর-অঙ্গনা—
বরষিলা পুষ্পাসার সুররাজ-শিরে।

বিলাপী বিলাপধ্বনি, জয়ী জয়নাদে,
উভয় আরবে স্তব্ধ বিশ্ব চরাচর।
এখানে পুরীর মাঝে মহেশ-মন্দিরে—
জ্বালিয়া ঘৃতের বাতি রাণী বিন্ধ্যাবলী,
সুগন্ধি ধূপেতে করি মঠ আমোদিত,
সিত চন্দনেতে সিক্ত করি শ্বেতফুল,
রজতের বিল্বদল দিয়ে বারবার,
স্বামীর মঙ্গল হেতু দানব-ঘরণী
রজত ভৈরব-লিঙ্গে করে আরাধনা।
কনক লঙ্কায় যবে নিকষানন্দন
জানকী-বল্লভ সহ রণে প্রবেশিলে,
স্বামীর কল্যাণ হেতু রাণী মন্দোদরী
পূজিবারে ছিলা যথা দেব দিগম্বরে।
পূজা সাঙ্গ করি তবে দানব-ঘরণী
কহিছে যুড়িয়া কর শঙ্করের পদে ;—
"নমস্তে ঈশান, হর, কৈলাস-নিবাসী,
বামদেব, ত্রিলোচন, ত্রিপুর-সংহারী,
পার্ব্বতী-বল্লভ, শম্ভু, পশুপতি, শূলী,
মদন-অন্তক, বিভু, মৃড়, চন্দ্রচূড়,
পন্নগ-ভূষণ, নাথ, খলান্ত-কারক।
নাহি জানি স্তুতি ভক্তি না জানি পূজন,
কৃপা করি এ দাসীরে হইয়ে সদয়,
রাখিও সতত মোর স্বামীরে সমরে,—
তোমার চরণে দাসী করে গো মিনতি।

দুরন্ত স্বপন গত নিশিতে হেরেছি,
তাই, নাথ, কাঁদে প্রাণ সতত আমার,
হে শিব, মঙ্গলময়, ভকতবৎসল,
করহ দাসীরে আজি এ বিপদে ত্রাণ।"
সহসা কাঁপিল সেই স্ফটিক মন্দির,
কাঁপিল ধুতুরা ফুল ধূর্জ্জটির শিরে,
শ্বেত চন্দনেতে সিক্ত করি বিল্বাবলী,
পূজিয়া ছিলেন যাহে দেব দিগম্বরে ;
কাঁপিল বলির সেই বিচিত্র প্রাসাদ,
কাঁপিতে লাগিল তরু থর থর থরে,
নাদিল পয়োধিনাথ গম্ভীর নির্ঘোষে ;
মাংসাশী শকুন্তকুল অনন্বর পথে
প্রভাকর কররাশি করিলা মলিন ;
ঘোর রবে শিবাদল উঠিল ডাকিয়া।
কতক্ষণে সুলোচনা দানব-ঘরণী,
সখীরে সম্বোধি বামা কহিতে লাগিল ;—
"দক্ষিণ নয়ন মোর কেন লো নাচিছে ?
হেরিতেছি দশদিক্ শূন্যময় কেন ?
কেন লো নিভিল বাতি মহেশের মঠে ?
পদে পদে দুর্নিমিত্ত হেরিতেছি কেন ?
কে যেন কহিছে মোরে শ্রবণকুহরে,—
"হারাইলি প্রাণপতি তুই, অভাগিনি !"
হায় ! বুঝি এত দিনে শিবদাতা শিব
বামদেব হ'ল, সই, আমার কপালে !"

হায় রে, ভাসিল বুক নয়ন-আসারে !
প্রফুল্ল কমল-ভাতি বদন-মণ্ডল,—
শোকের সাগরে মগ্ন হেরি সহচরী,
অঞ্চলে নয়ন-নীর মুছাতে মুছাতে
প্রবোধিতে লাগে তারে সুমধুর স্বরে,
অশোক-কাননে যথা সরমা সীতারে ;—
"জগজনে বলে তোমা নারী-শিরোমণি,
তবে কেন মুখশশী শোক-রাহু গ্রাসে ?
ভাবনা ত্যজিয়ে ভাব নিত্য নিরঞ্জনে,
হবে অমঙ্গল দূর যে পদ স্মরিলে।"
হেন কালে তথা এক ভগ্নদূত আসি
যুড়িয়া যুগল পাণি রাণীর সম্মুখে
হেটমুণ্ড করি—তাহে বিরস বদনে
চিত্রিত পুত্তলি প্রায় রহে দাণ্ডাইয়া।
দূতে দেখি, বিষাদিনী কহিলা তখন ;—
"কহ, দূত, রথিকুল যার বাহুবলে
সতত শঙ্কিত, হেন জনে বুঝি কোন
ঘটেছে ব্যাঘাত ? নহে কেন আজ তব
হেথা আগমন ? এবে বুঝিলাম আমি ;
ত্বরায় বারতা বলি স্থির কর মোরে।
না সহে বিলম্ব আর শুনিতে বারতা।"
রাণীর বদনে শুনি এতেক বচন,
কহিতে লাগিলা দূত সকরুণ স্বরে।
"ভীষণ অশনি ছাড়ি দেব শচীনাথ

করেছে দানবে মারি তোমা অনাথিনী !”
দূতমুখে শুনি রাণী এতেক বচন
মূর্চ্ছিত হইয়ে ভূমে যায় গড়াগড়ি।
কতক্ষণে সুলোচনা পাইয়া চেতন
উচ্চরবে কাঁদি রাণী লাগে বিলাপিতে ;—
“এই কি শোভে তোমায়, দৈত্যপতি তুমি,
হায় নাথ, উঠ, যাও দেবরাজ যথা
কালদণ্ড সম বজ্র আস্ফালি ভীষণ
দলিছে দানব-দল ঘোর রণস্থলে।
নাশহ সমরে তারে শূল-দণ্ড ধরি,
নাশ, দৈত্যপতি, তারে, ভুলি এ যাতনা ;
বৈধব্য-যাতনা, দেব, ভুলিগো সত্বরে।
কি কাজ বিলাপে, তুমি বীরধর্ম্ম পালি
গেলে বীরলোকে ! এবে অনাথিনী আমি !
হায় রে দুঃখের কথা আর কব কারে ?
হতজ্ঞান আমি আজি পতির বিহনে।
পূজি পঞ্চাননে আমি পরম যতনে ;
তার প্রতিফলে বুঝি ফলিল এ ফল।
হায় নাথ, কে না জানে এ ভব-মাঝারে
পতি বিনা অবলার কি গতি জীবনে ?
উঠ, নাথ, কর রণ শচীনাথ সনে ;
কাল সম দেবরথী হের তব পুরে
প্রবেশি লুটিছে তব রতন-ভাণ্ডার।
ধর অস্ত্র আজি পুন বীরমদে মাতি,

অমরের রক্তে রাঙ্গা কর রণস্থলী !
না ভেদি অমরে বীর প্রচণ্ড ত্রিশূলে
রণভূমে অনায়াসে ক'রেছ শয়ন !
কোথায় রহিল তব তূণ খড়্গ অসি !
হায় রে, কেমনে নাথ, মরিলে অকালে !
হায়, নাথ, কহ কি কহিব তবে, যবে
ত্রিলোকেতে এ বারতা ঘোষিবে সকলে ?
শুনেছিনু গুরুমুখে মধুর ভারতী,—
"অমর গো তুমি, নাথ, এ মর-ভূমিতে।"
কেন বৃথা গিয়ে দ্বন্দ্বে অমরের সনে
মারিলে দানব-বালা মরিলে আপনি।
কেমনে এ অপমান স'ব এ পরাণে,—
শৃগালের পদরজ মৃগেন্দ্রের ভালে ?
জানি আমি তোমা কহে রথিকুলপতি,
কিন্তু, নাথ, ইহা যদি হ'ত সত্য বাণী,
তা হ'লে কেমনে দেবে করিল নিধন ?
আজ কি পূরিত পুরী ক্রন্দনের রোলে !
পুত্রহীনা আমি, নাথ, জানে জগজনে।
কে রাখিবে এবে মোরে কহ প্রাণপতি !
হায় রে, এ লোকাকীর্ণ ধরাধাম আজ
শ্মশান আমার পক্ষে ! এ পোড়া কপালে
লিখিলা বিধাতা কি গো এ দারুণ বিধি—
দহিতে এ অভাগীরে বৈধব্য-অনলে ?
হায় রে, কি দোষে, নাথ, ত্যজিলে পরাণ

এ কাল-শয়নে ? স্মরিলে বিদরে হিয়া !
কোথা এবে মান তব ? মহাভীরু তুমি !
নহে কেন হেন গতি হবে গো আমার ?
কেন বা ভাসিবে মহী মোর নেত্রজলে ॥
যাও চলি, মহাবীর, যাও বীরপুরে,
তব পিতৃ-পিতামহ শূলপাণি বীর—
হিরণ্যকশিপু বিহারিছে বীর সনে ।
আর কি কহিবে দাসী ও পঙ্কজপদে,
পূরুক দানবপুরী হাহাকার রবে,
করুক অম্বর রোধ রোদনের রোলে ।"
এতেক বিলাপি রাণী কহে কর যুড়ি
পার্ব্বতী-বল্লভ প্রতি গদ গদ ভাষে ;—
"জয় মৃত্যুঞ্জয়, হর, ভুজঙ্গ-ভূষণ,
সকলি সম্ভব তব হয় কৃপাময় ।
কৃপা বিতরিয়ে, নাথ, বাঁচাও পতিরে,
বাঁচাও পার্ব্বতী-পতি পতিহীনা জনে ।"
হেনকালে দৈববাণী ধ্বনিলা গগনে,—
"পাইবি লো পতি, ধনি, ফিরি পুনরায় ;
সঞ্জীবনী বিদ্যাবলে পতিরে তোমার
শুক্রগুরু দিলা প্রাণ সমরে মরিলে ।"
হেন বাক্য শুনি তবে দানব-নন্দিনী
প্রণমি শঙ্করে চিত্ত করিলেন স্থির ।
এখানে সাগর-তীরে দানবের পতি
সংগ্রামে হারিয়ে ফিরি আসি নিকেতন

ভাবে দিবারাত্র বসি অপার ভাবনা ॥
বিমর্ষ হইয়া রাজা রহে নিরন্তর,
সদাকাল চিন্তি মনে,—কেমনে শাসিব
বজ্রধারী মহাবীর অদিতিনন্দনে ।
পারিষদে পরামর্শ দিয়ে কত মতে
পারেনি করিতে তার তুষ্টির সাধন ॥
অনন্তর একদিন ক্রতু-বিঘনাথ
রাজ-সিংহাসনে বসি আছেন সভায় ;
হেনকালে তথা শুভ্রজটা, মহাতেজা,
কৌষেয়-বসনধারী, বৈষ্ণব-প্রধান,
ঋষিকুল-ধ্যেয় ঋষি ব্রহ্মার নন্দন,
হ'ল উপস্থিত যোগী জগৎ-নিবাস ॥
ব্রহ্মার কুমারে হেরি সভাস্থ সকলে
করিলেন অভ্যর্থনা ত্যজিয়ে আসন ॥
হীরক-খচিত হৈম-সিংহাসন ত্যজি
গললগ্নীকৃতবাসে দানবের নাথ
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁরে করিল সম্ভাষ ।
রাজদত্ত পূজা ঋষি করিয়া গ্রহণ
স্মরি নারায়ণ, ধীর বসিলা আসনে ॥
নমি ঋষি-পদে দৈত্য কহে কর যুড়ি
সমর-বারতা যত দেবরাজ সনে ;—
"শুন, দেব, নিবেদি আমি ও রাঙ্গাচরণে,
পেয়েছি সংগ্রামে লাজ দেবের সমাজে ।
কতমতে পরামর্শ দেয় মন্ত্রিগণে,

মানেনা অবোধ মন প্রবোধ তাহাতে।
অপমান রূপ অহি বিস্তারিয়ে ফণা
দংশিতেছে সদাকাল অন্তরে আমার,
সহেনা শরীরে আর সে বিষের জ্বালা,
করহ বিধান তার বিধির নন্দন।"
এতেক বচন যদি উত্তরিলা বলি,
কহিতে লাগিলা তবে ব্রহ্মার নন্দন ;—
"ইতিমধ্যে একদিন অমর-আলয়ে
সুধর্ম্মা সভায় আমি হ'য়ে উপস্থিত
দেখিলাম, তথা ইন্দ্র সুরগুরু-সনে
গাইতেছে তব নিন্দা দিবস রজনী।
সহিতে না পারি আমি তব পরিবাদ,
ত্বরায় এসেছি তাই দিতে এ বারতা॥
পরমার্থ-বন্ধু তুমি ধরায় আমার,
তব নিন্দা শুনিতে না পারি এ শ্রবণে।
আসিতে আসিতে আমি তোমার আগারে,
চিন্তিনু অন্তরে, রাজা, ইহার বিধান।
দেখিলাম তুমি এবে সুতের সহায়—
ব্যতীত, জিনিতে কভু নারিবে বাসবে।"
শুনিয়া ঋষির বাণী, রাজার তখন
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন পড়িল মস্তকে॥
কহিতে লাগিলা তবে দানবের নাথ ;—
"নাহি মোর পুত্র, প্রভু, ভাগ্যহীন আমি,
করিব কেমনে তবে শত্রু-পরাজয় ?

হায় রে কপাল ! ঋষি কি হবে উপায় ?
মিটিল না মন-আশা পূরিল না পণ,
অতল জলধিতলে গেনু তলাইয়া !
বিপদ-সাগরে, দেব, তুমি কর্ণধার,
দয়া করি, দয়াময়, করহ উপায়।
তোমার হইলে কৃপা কারে নাহি ডর,
কি ছার, সামান্য গণি দেবরাজ অরি।"
দানবেন্দ্র-মুখে শুনি জগৎনিবাস
জলদ-প্রতিমস্বনে কহিতে লাগিলা ;—
"গুরুর আশ্রমে রাজা করহ গমন,
পাইবে তনয় তুমি তাঁহার কৃপায়।"
এইরূপে প্রবোধিয়া যোগীন্দ্র-প্রধান,
ত্রিতন্ত্রী বীণাতে তার মূর্চ্ছনা করিয়া
হরিগুণ গান করি বিমান মার্গেতে
দানবের পুরী হ'তে করিলা পয়ান।
প্রভাতিলে বিভাবরী বীরেন্দ্র-কেশরী,
অর্পিয়ে সচিব-করে মহারাজ্য-ভার,
পুত্র-কামনায় রাজা পরম প্রীতিতে,
ভক্তি-সমন্বিত চিত্তে চিন্তি বিধাতায়,
সুবর্ণ-প্রতিমা সমা রাণী সঙ্গে করি
আচার্য্য-আশ্রমে যেতে হইল উৎসুক।
গম্ভীর নিনাদী এক মেঘতুল্য রথে
রাজ্ঞীর দক্ষিণ করে নিজ বামকর
করিয়ে অর্পণ, বীর দানবের পতি

জলদ-দামিনী সহ তাহে আরোহিলা।
সুন্দর স্যন্দনে উঠি বসিলা রাজন ;
বসিলা তাঁহার বামে রাণী বিন্ধ্যাবলী,
কি অপূর্ব্ব শোভা তথা হইল তথন,
ঘনবর-পাশে যেন সুস্থির বিজলী।
চালাইয়া দিল রথ সারথি তখন
দণ্ডারণ্য-মুখে, যথা গুরুর আশ্রম।
চলিল বিচিত্র রথ পবন-গমনে,
ধাইল আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দেখিতে।
রাজদেহ রক্ষা হেতু নিষ্কোষিত অসি
করে ধরি অশ্বোপরি করি আরোহণ,
কেহ বা রথের বামে কেহ বা দক্ষিণে,
সম্মুখে পশ্চাতে থাকি করিছে গমন।
রাজমার্গ পার্শ্ববর্ত্তী অট্টালিকা'পরি
সম্পূর্ণ গবাক্ষদ্বার করি উন্মোচন
অনিমেষ লোচনেতে পুরাঙ্গনাগণে
লাগিলা দেখিতে তারা রাজরথ পানে।
ঈষৎ কম্পিত করি মহীরুহ দল,
অগুরু চন্দন গন্ধ করিয়া বহন,
প্রস্ফুটিত প্রসূনের পরাগে মিশিয়া,
বহিতে লাগিল বায়ু হ'য়ে অনুকূল।
তদীয় রথের শুনি ঘর্ঘর নির্ঘোষ
সতত হিংসায় রত শার্দ্দূলের দল
গভীর গর্জ্জন করি রথবর্ত্ম হ'তে,

চমকি পলায়ে দ্রুত নিবিড় কাননে।
আবার রথের শুনি গম্ভীর নিনাদ,
ময়ুর ময়ুরিগণ মেঘ অনুমানে,
আনন্দিত মনে পাখা প্রসারিয়া সবে
লাগিলা নাচিতে তারা করি কেকারব।
হরিণ হরিণিগণ হইয়া তৎপর,
কিঞ্চিৎ অদূরে থাকি বিমানবর্ত্মের,
পবন অধিক গতি রাজ-রথপানে
চাহিয়া রহিল তারা নিশ্চল নয়নে।
কোথাও কানন মাঝে অরবিন্দ দল,
বিকসিত হ'য়ে সব সরসী-মাঝারে,
ঈষৎ কম্পিত তায় পবন হিল্লোলে,
বনস্থলী আমোদিত করিছে সৌরভে।
যাইতে যাইতে পথে দম্পতী তখন,
প্রস্ফুটিত পাথোরুহ-পল্লবে নিরখি,
নিজ নিজ লোচনের তুলনা করিয়া,
আনন্দ বিহ্বল চিত্তে করিল গমন।
বাম করতল দিয়ে রাণীর আনন
উত্তোলন করি রাজা পূর্ব্ব-দেব পতি,
বিমান-বিহারী যত বিহঙ্গম দলে
দেখাইতে লাগিলেন আনন্দিত মনে।
কোথাও ব্রাহ্মণগণ অর্ঘ্য করে করি,
স্বস্তি বচনাদি সবে মুখে উচ্চারিয়া,
স্যন্দনবর্ত্মের তাঁরা দক্ষিণেতে থাকি

অপেক্ষা করিতেছিলা রাজ-আগমন।
থামাইয়া রথ তথা অসুরাধিপতি,
ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ করিয়া গ্রহণ,
বিতরিয়া বহু রত্ন শুভাকাঙ্ক্ষী জনে,
চলিছে দানব পুনঃ আশ্রমাভিমুখে।
কত শত নদ নদী, কত জনপদ,
গভীর কানন, কত গিরি, প্রস্রবণ,
এড়ায়ে বহুল পথ পরিশ্রান্ত হ'য়ে,
উত্তরিলা দণ্ডারণ্যে দম্পতী তখন।
দেখিলেন দোঁহে তথা শ্রীগুরু-আশ্রমে;
কানন হইতে যত তপস্বী ব্রাহ্মণ
সমিৎ কুশাদি তারা করি আহরণ,
আসিছে আশ্রমে ফিরি প্রফুল্ল বদনে।
সদ্যোজাত ঘৃত দিয়া ঋষিগণ যাহা
প্রজ্বলিত হব্যবাহে দিয়েছে আহুতি,
উগারিয়া মনোহর গন্ধ সেই ধূম,
করিতেছে সুরভিত শুক্রের আশ্রম।
পশ্চিম আকাশ-কোণে গেলা দিননাথ,
কমল মুদিল আঁখি সরসী মাঝারে,
পতিব্রতা সতী যেন স্বামীর মরণে
নিভাতে মনের জ্বালা হ'ল সহগামী।
এহেন সময়ে তাঁরা পবিত্র অন্তরে
অদূরে রাখিয়া রথ চরণে চলিয়া,
যুগলে যতনে স্মরি শ্রীমধুসূদন,

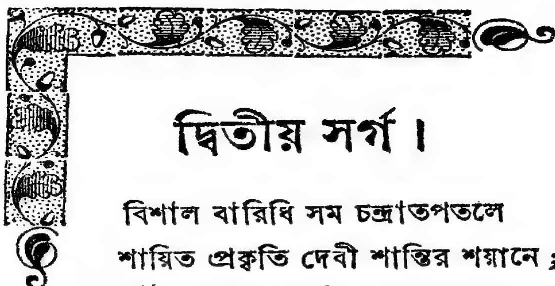
চির শান্তিময় ধামে করিলা প্রবেশ।
সায়ন্তন হোম ক্রিয়া করি সমাধান
সস্ত্রীক বসিয়া গুরু আছেন যথায়,
উপস্থিত হ'য়ে তথা, দম্পতী তখন
শ্রীগুরু-শীতল-পদে শির নোয়াইল ;
নতশির দেখি গুরু রাজা ও রাণীরে,
আশীষি পরমানন্দে অকপট মনে,
মস্তকে অভয় পদ অর্পিয়া অচিরে,
আতিথ্য ক্রিয়ায় শ্রম করিলেন দূর।
কতক্ষণে শ্রম-শান্তি হইলে দোঁহার,
সুধিলা সম্বোধি গুরু দানবের নাথে ;—
"অকস্মাৎ কেন বল, বীরেন্দ্র-কেশরী,
আসি উপস্থিত হ'লে আশ্রমে আমার ?
মন্ত্ররূপ ব্যূহ আমি করিয়া রচনা,
তব রাজ্য চারি পাশে রেখেছে বিস্তারি ;
রক্ষিতেছি, সদা যাহে দেব যক্ষ ডরে
প্রবেশিতে নাহি পারে রাজ্যেতে তোমার।
অভ্রভেদী অগ্নি জ্বালি আশ্রমে আমার,
ব্রহ্মা আদি দেবগণে তুষিবার ছলে,
আপনি সদস্য হ'য়ে শিষ্যগণে দিয়া
করিতেছি যজ্ঞ, যাহে ধূম্ররাশি উঠি
তোমার শাসিত রাজ্যে ধরি মেঘরূপ
সময়ে শস্যের হেতু হ'তেছে বর্ষণ।
ব্রহ্মতেজ-বলে আমি তোমার কারণ

বিধাতা সৃজিত সৃষ্টি,—শঙ্করের সম—
পলকে নাশিতে পারি, আছে এ ক্ষমতা ;
মম তপবল, রাজা, বিদিত জগতে ।"
আচার্য্য আননে শুনি আশ্বাস বচন
উত্তরিলা তবে দৈত্য কৃতাঞ্জলিপুটে ;—
"তব তপোবলে, দেব, রাজ্যেতে আমার
অকাল মরণে কভু জীবে নাহি নাশে ;
তব কৃপাবলে আছি সতত কুশলে ।
কিন্তু এক শেল মোর হৃদয়ে বিঁধিয়া,
দিতেছে বেদনা তাহে থাকি অনুক্ষণ,
হারিয়ে পেয়েছি লজ্জা দেবরাজ সনে
সকলি আছয়ে, দেব, তব অবগত ।
সুস্থ নাহি মানে মন, চিন্তি অহর্নিশি
কেমনে এ শেল মোর হবে উৎপাটন ।
ভাবিতেছিলাম আমি উপায় ইহার,
হেনকালে আসি মোরে দেবর্ষি নারদ
দিলেন উপায় বলি কর অবধান,—
'সুতের সহায়ে তুমি জিনিবে বাসবে ।'
আর তিনি কহিলেন কহিতে তোমারে,
'হাসিতেছে সুর-গুরু দেবরাজসনে
সংগ্রামের কথা স্বর্গে করি আলোচনা,
তাহাতে করিছে নিন্দা তব দিবারাতি ।'
অষ্টগ্রহ রুষ্ট যদি হয় মহাশয়,
তোমার সহায়ে তারা কি করিতে পারে ?

স্বর্গ মর্ত্ত্য মুহূর্ত্তেকে ক্রোধেতে তোমার
রসাতল যায়, তাহে নাহিক সন্দেহ।
করহ উপায় গুরু ইহার বিধান ;
এত অপমান আর না সহে অন্তরে।"
এতেক বচন শুনি দানবেন্দ্র মুখে
ক্রোধেতে জ্বলিলা গুরু বৈশ্বানর সম ;
শিরস্থিত জটা, যাহা পরশয়ে পদ,
রোষেতে ঋষির তাহা ভেদিয়ে গগন,
বিষধর সম যেন ফণা বিস্তারিয়া,
দংশিতে অদিতি-সুতে হ'ল ঊর্দ্ধমুখী ;
প্রলয়কালেতে যেন পার্ব্বতীর পতি,
মহারুদ্র রূপে বিশ্ব নাশিতে প্রস্তুত।
শাপিতে বাসবে, বারি লইয়া করেতে
মন্ত্রপূত করি যবে ফেলিবেন ভূমে,
হেনকালে ব্রহ্মা আসি অন্তরীক্ষে থাকি
গম্ভীর আরবে তাঁরে কহিলা তখনি ;—
"সম্বর, সম্বর, প্রভো, ক্রোধ ক্ষণকাল,
ভয়েতে কম্পিত দেখ বিশ্ব চরাচর।
কোন্ দোষে দোষী আমি তোমার চরণে ?
অকালে নাশিতে সৃষ্টি কেন হে উদ্যত ?
আপনার ক্ষমাগুণে আপনি সম্বর,
নতুবা হইবে মিথ্যা দুর্ব্বাসা-বচন।"
অকস্মাৎ শুনি ঋষি আকাশ-ভারতী,
অমনি সম্বরি ক্রোধ মুদ্রিত নয়নে,

একাগ্র করিয়া মন পঞ্চানন পদে,
ধ্যানযোগে জানিলেন সব বিবরণ।
অসুরে ডাকিয়া তবে কহিলেন গুরু ;—
"অবধান কর, রাজা দানবের পতি,
পুংসবনব্রত তুমি করাও রাণীরে ;
অচিরে পাইবে পুত্র বচনে আমার ;
সুতের সহায়ে তুমি অদিতিনন্দনে,
নিশ্চয় জিনিবে, ইথে নাহিক সংশয়।"
শুনিয়া এতেক বাণী রাণীর সহিত,
যুগলে বন্দিয়া পরে শ্রীগুরুচরণ
আরোহণ করি দোঁহে শীঘ্রগামী রথে
ফিরিলেন পুরে তাঁরা হ'য়ে হৃষ্টমন।

ইতি আশ্রম-প্রবেশ নামক প্রথম সর্গ



দ্বিতীয় সর্গ।

বিশাল বারিধি সম চন্দ্রাতপতলে
শায়িত প্রকৃতি দেবী শান্তির শয়ানে ;
পূর্ণিমার শশী শোভি গগন মণ্ডলে
ছড়ায় কৌমুদী-ছটা পর্ব্বত কাননে !
গগন-প্রাঙ্গণ যেন নক্ষত্র নয়ন
উন্মীলিয়া অনিমিখে বিশ্ব পানে চায় !
ধীরে ধীরে বহিতেছে নৈশ সমীরণ ;
পিককুল ক্ষীণকণ্ঠে ঘন ঘন গায় !
কল্লোলিনী কল কলে বহি নিরন্তর
চলিছে মিলিতে নিজ কান্তের ভবনে ;
সুশান্ত গভীর নিশি স্তব্ধ চরাচর
লভিছে বিরাম বিশ্ব বিভুর চরণে !
এ হেন যামিনী-যোগে আপন নগর
ত্যজিয়া, তুম্বুরু নামে গন্ধর্ব্বের পতি
হেরিতে বাসনা করি পার্ব্বতী-শঙ্কর
সস্ত্রীকে আরোহি রথে গেল শুদ্ধমতি ।
রুদ্ররূপী গিরিবর কৈলাস-শিখর
রজত-বরণনিভ অতি অনুপম,
রঞ্জিত ধাতুর রাগে রহে নিরন্তর,
হেরিলে নয়নে হয় দৃষ্টির বিভ্রম ।

সুশোভিত শৃঙ্গবর মুকুটের সম
শোভিতেছে, সদা যেন সম্রাটের শিরে
রতনে খচিত, আহা, কিবা মনোরম !
পড়েছে যাহার জ্যোতিঃ তটিনীর নীরে
ধবলবরণ চূড়া ভূধর উপর,
হেরিয়ে যাহার রূপ সূর্য্য তিষাম্পতি,
মরমে মরিয়ে যেন লুকায় সত্বর
আপন রজত রূপ, হ'য়ে ভগ্নমতি।
ওষধি, তপস্যা, মন্ত্র, জন্ম, যোগ যাগে
সিদ্ধিপ্রাপ্ত হ'য়ে যত অমর নিচয়,
নিজ নিজ নিকেতন ত্যজি অনুরাগে
করিতেছে অবস্থিতি হরের আলয়।
বিবিধ ব্রততী আর দ্রুম ও গুল্মেতে
চির-সমাচ্ছন্ন সেই কৈলাস-শিখর ;
নিয়ত সেবিত ইন্দ্র আদি অমরেতে,
বাসবের ধনু যেন ধরি ঘনবর !
অসংখ্য কন্দর আর সানু প্রস্রবণ,
এ সকল মধুরিমা দেখিয়া তথায় ;
মদনে মাতিয়া মনে মানিনী তখন,
নিজ কান্ত সনে মুগ্ধ প্রেম-মন্ত্রণায়।
ময়ূর কুলের, মরি, সুমধুর স্বর,
পুষ্পমধু পানে মত্ত মধুপের রবে,
পূর্ণ করি নিরন্তর বিশাল অম্বর,
দিতেছে আনন্দ উঠি ভবানী ভৈরবে।

কামপ্রদ নানাবিধ তরুরাজি-শাখা,
মলয় অনিল বলে হ'য়ে আন্দোলিত,
ব্যজন করিছে যেন করে ধরি পাখা
সিদ্ধাঙ্গনাগণে, যারা হয় মূলস্থিত।
গর্ভবতী যুবতীর পয়োধর সম,
সতত সঞ্চরমান জলদ পটল,
কামিনী-কঙ্কণ ঘায় থাকিতে অক্ষম
হইয়ে, তথায় তাই বর্ষে অবিরল।
গিরি শিরে ফিরে কত উন্মত্ত মাতঙ্গ,
(সচল ভাবেতে যেন চলিছে অচল)
নিবিড় অরণ্যে কভু করে কত রঙ্গ;
কোথাও রয়েছে তীব্র অজগর দল!
কৈলাস উপরে যত সুন্দর নির্ঝর
ঝর ঝর শব্দ তথা করে অনুক্ষণ,
সে রব শুনিয়ে জ্ঞান উপজে সত্বর,
যেন কোন আলাপনে নগেন্দ্র মগন!
ধবল বরণ বৃষ, ভবের বাহন,
নির্ভয় হৃদয়ে তথা এণ-রিপু সনে
করিয়া রহেছে দোঁহে একত্র শয়ন,
পরম পবিত্র সেই স্মরারি-সদনে।
চৈত্ররথ বলি কিবা উদ্যান অদূরে
শোভিছে, নবীন দূর্ব্বাদল বস্ত্র পরি।
অলকা নামেতে তথা কুবেরের পুরে
বহিছে অলকানন্দা বীচি রব করি ;—

অঙ্গনার অঙ্গচ্যুত কুস্কুমের রাগে
শোভিছে তটিনী-বক্ষ স্বর্ণরেখা সম,
দিয়ে সন্তরণ যাহে গেছে দিবাভাগে
কামিনী কুলেতে যারা অতি মনোরম।
কোথাও মাধবীলতা উঠি সহকারে
রয়েছে যতনে তারে করি পরশন,
শিখাতে নারীরে যেন, শাস্ত ব্যবহারে
কেমনে করিবে তারা পতি আলিঙ্গন।
তরুরাজ-শির করি স্বর্ণ সিংহাসন
গাইতেছে তথা বসি বসন্ত-বান্ধব;
শ্রবণে শুনিয়া তাহা যক্ষ-বালাগণ
মধুপানে মত্ত হ'য়ে করিছে উৎসব;
স্নিগ্ধ তটিনীর জল করি পরশন
শীতল মলয়ানিল যত লাগে গায়,
প্রফুল্লিত প্রাণে সব যক্ষ-বালাগণ
ততই বলিছে "নম মকরধ্বজায়।"
ঊর্দ্ধ হাত করি যত রুদ্র-দূতগণ
নর-মুণ্ডমালা গলে করি পরিধান,
তাণ্ডব-বিধানে নাচে, বিকট দর্শন
বিভূতি ভূষিত অঙ্গ, উন্মত্ত সমান!
গম্ভীর গর্জ্জনে গর্জ্জি ঘন অনুক্ষণ
প্রমথ কুলের সেই তাণ্ডবের কালে,
পটহ বাজনা কার্য্য করে সম্পাদন;
শ্রবণে আনন্দে ভূত নাচে তত তালে।

যদিও নাচিছে প্রেত প্রচণ্ড-প্রতাপে,
তথাপি পর্ব্বতবর কৈলাস-শিখর
ভৈরবের ভরে তাহা কভু নাহি কাঁপে।
ব্রহ্ম-পিশাচেতে শব্দ করে নিরন্তর ;
তালিছে কবন্ধ ঘন করতালি গাছে ;
উগ্রচণ্ডা ভীমা নর-কপাল-কুণ্ডলা
চরণ-চুম্বিত-বেণী এলাইয়া পাছে
নাচিতেছে, হেরি ভয়ে চমকে চপলা।
হেন গিরি'পরে এক বটবৃক্ষ-মূলে,
ত্রিপুরারি ত্রিলোচন ত্রিনয়নী সনে,
বিভু-গুণ-গানে মগ্ন বাহ্য বস্তু ভুলে
ছিলেন করিতে বসি মুদিত নয়নে।
নদী সুরধুনী তথা চির-প্রবাহিনী,
সতিনীর প্রতি যেন ঈর্ষ্যা প্রকাশিয়া,
ফেনরাশি রূপ হাসি হাসি বিনোদিনী,
অম্বিকা-ভ্রূকুটী তাহে অবজ্ঞা করিয়া,
ঊর্ম্মিরূপ কর যেন করি প্রসারণ,
পিনাক-পাণির কেশ রহিছে ধরিয়া।
ফুল্ল কোকনদ ভ্রমে পার্ব্বতী-চরণ
মত্ত ষট্পদকুল বসিছে উড়িয়া।
শিবমুখ প্রস্রবণ হইতে ত্বরায়
ব্রহ্ম-গুণ-গান-নদী যেন ধীরে ধীরে,
তারিতে ত্রিলোক-জীবে বহিয়া তথায়,
মিলিছে সতীর কর্ণ-সাগরের নীরে।

হেনকালে তথা এক রথ রত্নময়ে
চাপিয়া গন্ধর্ব্ব আসি ব্যোমপথ দিয়া,
উপস্থিত হ'য়ে ধীর হেন অসময়ে
তথাকার নভস্থল ফেলিল ঢাকিয়া।
দেখিল তুম্বুরু তথা পর্ব্বতীর সনে
শ্রুতি-আলাপনে মগ্ন দেব দিগম্বরে ;
এতেক হেরিয়া সেই বিচারিল মনে,
উচিত নহেক নামা কৈলাস-চত্বরে ;
যদিও তুম্বুরু-রথ কৌমুদিনী রাশি
বিদূরিত করি পুরী আঁধারে পূরিলা ;
হর-নেত্র-চন্দ্র আর অম্বিকার হাসি
ধরিয়া অপূর্ব্ব শোভা তাহারে নাশিলা।
হেনকালে উপস্থিত ব্রহ্মার নন্দন,
সুচক্রী নারদ ঋষি, পরম তাপস,
দূরে থাকি করি পঞ্চাননের বন্দন,
স্বগত বলয়ে ;—"ধন্য আমার দিবস ;

"প্রথমে শুনিল কর্ণ বিভু-গুণ-গান
যোগীন্দ্র প্রধান প্রভু পঞ্চানন-মুখে ;
দ্বিতীয় পেয়েছি পূর্ণ করিবারে স্থান
দুর্ব্বাসার অভিশাপ যামিনীতে সুখে ;
কিন্তু আমি কি করিয়া দেখাব শঙ্করে
আছয়ে গন্ধর্ব্ব বসি সুবর্ণ বিমানে ?
কেমনে কহিব কথা কাঁপিছে অন্তরে ?"
এত চিন্তি স্তুতি কৈলা পার্ব্বতী-চরণে ;—

অকস্মাৎ দেব-ঋষি স্তুতিলা যখন
উন্মীলি নয়ন পদ্ম হেরি দাক্ষায়ণী,
অমৃত-বচনে মাতা করি সম্ভাষণ,
স্নেহবাক্যে শ্রম দূর করিলা তখনি।
অতঃপর কহিলেন নগেন্দ্র-নন্দিনী ;—
"কহ জগতের, ঋষি, কুশল বারতা।
বাঞ্ছে মন শুনিবারে মঙ্গল-কাহিনী ;
ত্বরায় বলিয়া নাশ চিত্তের ব্যগ্রতা।"
শুনিয়া সতীর মুখে এতেক ভারতী
জগৎ-জননী-পদে নত করি শির,
আরম্ভিলা কহিবারে ঋষি শান্তমতি
অন্তরে ভাবিয়া বহু হ'য়ে অতি ধীর ;—
"মুহূর্ত্তে ভ্রমণ করি বিশ্ব চরাচর,
দেখিলাম আমি মাগো তোমার কৃপায়
সত্যব্রতে ব্রতী সবে আছে নিরন্তর ;
অণুমাত্র কেহ মনে ব্যথা নাহি পায়!
অকাল মরণ কভু জীবে না পরশে ;
সুরামত্ত কামাসক্ত নহে কোন জন,
আছয়ে সকল জীব স্বধর্ম্মের বশে ;
পাপাচার বিনিময়ে হরি সঙ্কীর্ত্তন!
কুরঙ্গ শাবক সিংহে নাহি করে ভয়,
সদাই অহিংসাপূর্ণ এ ভব মণ্ডল ;
কহিলাম শুন মাগো তুমি অতঃপর,
উঠেছে অমৃতে এবে দেখ গো গরল!

"প্রভাকীর্ণ সমুজ্জ্বল রথে করি ভর,
তুম্বুরু নামেতে ওই গন্ধর্ব্বের পতি,
আছে বহুক্ষণ তব মস্তক উপর,
কর গো উপায় তার শীঘ্র দয়াবতী।
দুষ্টের দমন যদি না কর জননী
তা হ'লে সংসার শীঘ্র যাবে ছারখার,
বাড়িবে পাপীর ভাগ শুন মা এখনি,
পুণ্যের রাজ্যেতে হবে পাপের সঞ্চার!'

শুনিয়া ঋষির মুখে অম্বিকা তখন
অমনি সত্বরে চাহি গগনের পানে,
দেখিলেন দুরাচার হ'য়ে হর্ষ মন,
তুম্বুরু বসিয়ে এক বৃহৎ বিমানে।

অধীর হইলা ক্রোধে দেবী দাক্ষায়ণী,
(জ্বলে বৈশ্বানর যেন পবনের যোগে।)
কটুবাক্যে তাহে দেবী কহিলা এমনি ;—
"শুন রে গন্ধর্ব্ব, তুই নানা উপভোগে
কাটাইলি বহুকাল অমর আলয়ে,
কিন্তু এবে মদগর্ব্বে হইয়ে গর্ব্বিত
হরের মস্তকে বসি আছ অসময়ে,
সেই পাপে স্বর্গ সুখে হইলি বঞ্চিত।
আছিস্ বসিয়ে তুই যেমন উপরে,
সে পাপে হইবে জন্ম অসুর ঔরসে।"

হেন বাণী শুনি তবে গন্ধর্ব্ব সত্বরে
সতীর চরণে নমি কহিছে বিরশে ;—

"কেন মা, দাসের প্রতি এমন নির্দ্দয়
সহসা বচন তব হ'ল উচ্চারণ ?
কোন দোষে দোষী, মাতা, গন্ধর্ব্ব তনয় ?
কাঁপিছে তোমার বাক্যে আমার জীবন !
কুপুত্র যদ্যপি কেহ হয় কদাচন,
তথাপি জননী তারে যতনে আদরে ;
ভুজঙ্গ জননী সম তব আচরণ
হইল আমার প্রতি কহিনু তোমারে।
গাইত মঙ্গল গীত তোমার রসনা
আজি কিনা অসম্ভব তাহে উপজিল !
ভাসাইত দিগন্তর দয়ার ঝরণা
ঋষির কুটিল চক্রে তাহারে পঙ্কিল !
কতদিন রব মাগো হেন কারাগারে ?
শাপে মুক্ত কর, দুর্গা, আমারে অচিরে ;
এ যাতনা প্রাণ মোর সহিতে না পারে
কার গো বাসনা বাস করিতে তিমিরে ?"
এতেও হ'লো না যদি দয়া অম্বিকার ;
শিবের চরণে গিয়ে পড়িলা তখন,
কাতরে করুণস্বরে কান্দিয়া অপার
বলিলা ;—"পার্ব্বতী শাপে করহ মোচন ;
দয়ার সাগর তুমি অগতির গতি,
আশুতোষ নাম তব বিদিত জগতে,
সহে না যাতনা আর শুন, পশুপতি !
তারহ ত্বরায়, তাত, মোরে কোন মতে।

"ধ্যানেতে বিরত আমি করিয়ে তোমায়
স্মরণে মদন-ভস্ম ভয়ে কাঁপে প্রাণ !
বিপদে পড়িয়ে তোমা ডাকি উভরায়,
এ চির আশ্রিত দাসে কর পরিত্রাণ।"
তুম্বুরু চরণে হেরি দেব ত্রিলোচন
কহিলেন ধীরে ধীরে মধুর বচনে ;—
"কি হেতু, তুম্বুরু, তুই ধরিয়ে চরণ ?
কেন না তুষিছ মোরে হরি-গুণ-গানে ?"
দাক্ষায়নী দিল শাপ শুনিয়া শ্রবণে
অধীর হইয়া বলে দেব পঞ্চানন ;—
"বারে বারে কেন সতী সেবকে এমনে
অভিশপ্ত কর তুমি ? কি জানি কেমন !
কি দোষ করিয়াছিল গন্ধর্ব্ব প্রধান,
যাহাতে তাহারে তুমি এরূপে শাপিলে ?
কেমনে করিব তোমা কত সাবধান ?
সেবকে শাপিয়ে সতী আমারে তাপিলে !"
হেরিয়া পতির ক্রোধ পঙ্কজ-নয়নী
নারদে ডাকিয়া দিল করিতে উত্তর ;
কৃতাঞ্জলিপুটে তবে ঋষি চূড়ামণি
আদ্যোপান্ত বিবরণ কহে অতঃপর ;—
"সশিষ্যে দুর্ব্বাসা ঋষি পারণ কারণ
দ্বাদশী তিথিতে গেলা ইন্দ্রের আলয় ;
যাইয়া তথায় তার না পেয়ে দর্শন
অমনি জ্বলিলা ক্রোধে বৃদ্ধ মহাশয়।

"ধ্যান যোগে জানিলেন সব বিবরণ,
বলিরে জিনিয়ে ইন্দ্র হ'য়ে হৃষ্টমতি,
উর্ব্বশীর সনে গেছে নন্দন-কানন
করিতে কৌতুক ক্রীড়া অমরের পতি।
নন্দন-কাননে পুনঃ গেলা ঋষিবর,
ক্ষুধায় কাতর ইন্দ্রে কতই ডাকিলা ;
কিন্তু হায় ! কি বিধায় হেন অবসর
হ'ল না শক্রের যাহে বসিতে বলিলা !
তবে মহাতেজা ঋষি দুর্ব্বাসা তখন
শাপিলা দেবেরে বলি ;—"বলি-পুত্র হ'তে
নিশ্চিত জানিহ, ইন্দ্র, হইবে বন্ধন,
স্বর্গের সুষমা তোর যাবে সর্ব্বমতে।
দুর্ব্বাসার শাপ দেবে হইল যখন,
শ্রবণে শুনিতে তাহা পাইনি বাসব ;
যেহেতু বাজিতেছিল অপ্সরা-কঙ্কণ,
নৃত্যকালে নর্ত্তকীর অতি অসম্ভব !
এরূপে শাপিয়ে ঋষি, স্মরিয়ে শঙ্কর
আসিতেছিলেন পথে, এমন সময়
আমার সহিত দেখা হইল অতঃপর ;
কহিলা সকল কথা ঋষি মহাশয়।
সাধিতে ঋষির বাক্য ছিদ্র অন্বেষণ
করিয়ে ভ্রমিতেছিনু দিবস রজনী,
হেনকালে হেথা আসি তুম্বুরু স্যন্দন
রয়েছে তোমার শিরে হেরি, দেবমণি !

"সেই হেতু শাপিয়াছি পার্ব্বতীরে দিয়া
সাধিতে ব্রাহ্মণ-বাক্য হইয়া তৎপর ;
কহিলাম আমি, দেব, সব বিস্তারিয়া ;
নাহিক দুর্গার দোষ ইহাতে, শঙ্কর !
বিধির বিধাতা তুমি যা হয় তা কর,
তুম্বুর গন্ধর্ব্বে দেব এবে কর পার,
প্রণমি তোমার পদে যাই নিজ ঘর ;
এত বলি চিন্তে ঋষি হরি সারোদ্ধার !
ঋষি মুখে শুনি দেব সব সমাচার
জলদ গম্ভীর স্বরে কহিলা তখন ;—
"শোন্ রে গন্ধর্ব্ব তুই সেবক আমার,
কেমনে হইবে তব শাপ বিমোচন,
পরম বৈষ্ণব বলি প্রহ্লাদের নাতি,
বিন্ধ্যাবলী নামে পত্নী সর্ব্ব গুণাধার
করিতেছে পুংসবন ব্রত দিবারাতি
সুতের লাগিয়া রাণী করি শুদ্ধাচার ;
হইবে তোমার জন্ম তাহার উদরে ;
বাসবে করিবে তুমি সমরে বন্ধন,
মহা-পরাক্রম তব হবে ধরা'পরে,
ভাতিবে গৌরব-রবি বিস্তারি কিরণ।
অবশেষে যবে বিষ্ণু বামনাবতার
হইয়ে, ছলিবে বলি দানব ঈশ্বরে,
সেই কালে যুদ্ধস্থলে মস্তক তোমার
ছেদিবেন চক্রধর ধরি চক্রবরে।"

হেন বাক্য হইল যদি গন্ধর্ব্ব উপরে,
অমনি তুম্বুরু তথা ত্যজিয়া বিমান
লভিলা জনম বিন্ধ্যাবলীর উদরে ;
আনন্দে নারদ ঋষি করিলা প্রস্থান।

ইতি তুম্বুরু পতন নামক দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয় সর্গ।

এখানে দানবপুরে রাণী বিন্ধ্যাবলী
সত্যব্রত পতি যার দানবেন্দ্র বলি ॥
পবিত্র অন্তরে তিনি সুতের লাগিয়া।
পুংবসন-ব্রতে রতা বৎসর ধরিয়া ॥
নারায়ণে পূজা রাণী করি সমাধান।
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণে পরে করে স্বর্ণদান ॥
পবিত্র মানসে রাণী চিন্তিয়া ধাতায়।
পরম আনন্দে পরে পতি পাশে যায় ॥
হেথায় সতীর শাপে তুম্বুরু পতিত।
প্রবেশিল রাণী-গর্ভে পবিত্র চরিত ॥
সুমেরু গহ্বরে যথা সিংহ প্রবেশিল।
তেমতি গন্ধর্ব্ব গর্ভে আশ্রয় লইল ॥
অনন্তর ক্রমে ক্রমে দানব কুলের।
নিদান স্বরূপ অভিমত মঙ্গলের ॥
গর্ভের লক্ষণ যত হইল প্রকাশ।
উদর অম্বরে সুত শশী পরকাশ ॥
পরম সুন্দর ক্ষীণ তনু সে তখন।
লোধ্র তুল্য পাণ্ডুবর্ণ করিল ধারণ ॥
পাণ্ডুবর্ণ শোভে যথা গগনে চন্দ্রমা।
কিম্বা তারাময়ী শেষ শর্ব্বরীর সমা ॥

এ হেন সুন্দর মূর্ত্তি রাণীর তখন।
করিল ধারণ, যাহা অপূর্ব্ব দর্শন॥
ভূমিতে শয়ন করে পাতি পরা বাস।
মৃত্তিকা ভোজনে তার দিবানিশি আশ॥
অমরাবতীতে ইন্দ্র কশ্যপনন্দন।
অশেষ সম্পদ ভোগ করয়ে যেমন॥
তেমতি তাঁহার পুত্র ভাবিয়া অন্তরে।
করিবেক সুখভোগ ধরণী উপরে॥
আরও চিন্তি মনে রাণী সুতের স্পন্দন।
দিগন্ত পর্য্যন্ত তাহা করিবে ভ্রমণ॥
সুস্বাদ যতেক রস করিয়া বর্জ্জন।
তেকারণে মাটি রাণী করেন ভক্ষণ॥
প্রেয়সীর গর্ভ রাজা দেখিয়া তখন।
পঞ্চ গব্য দিয়া কৈল গর্ভের শোধন॥
মৃত্তিকাতে সুগন্ধিত রাণীর আনন।
করেন আঘ্রাণ করি নির্জ্জনে গমন॥
ফুল্ল কোকনদে যেন সরসী মাঝারে।
চুম্বিল যাইয়া যথা শিলীমুখ তারে॥
আষাঢ়ের ধারা সিক্ত যতেক পল্বল।
আঘ্রাণে মাতয়ে যথা মাতঙ্গের দল॥
তেমতি উন্মত্ত তাহে হইলা তখন।
সুবুদ্ধি চতুর বিরোচনের নন্দন॥
কুবের হইতে তাঁর বৈভব অতুল।
শ্রীগুরু কৃপায় কিছু নাহি অপ্রতুল॥

যখন যা চান রাণী তখনি তা দেয়।
বিবিধ প্রকারে রাজা রাজ্ঞীরে তোষয়।
দিনে দিনে গর্ভ তাঁর যতই বর্দ্ধিল।
তার সঙ্গে আহারেতে রুচিও জন্মিল॥
অদ্ভুত লাবণ্য তাহে অতি চমৎকার।
হৃষ্ট পুষ্ট কলেবর হইল তাঁহার॥
নয়নের কোণে কালি গর্ভের জনিত।
নবীন নীরদ যেন গগনে উদিত॥
পীনপয়োধর যুগলের অগ্রভাগ।
ঈষৎ হইল তাহে কিবা নীল রাগ॥
হৃদি সরোবরে কুচ কমলের কলি।
নীলরাগ-বৃন্ত যেন শোভে তাহে অলি।
বসন্তের সমাগমে যথা বৃক্ষ সব।
শীর্ণপত্র ত্যজি ধরে নবীন পল্লব॥
তেমতি হইল রাণী দেখিতে সুন্দর।
করিয়া ধারণ সুতে গর্ভের ভিতর॥
অন্তরাগ্নি শমী কিম্বা রত্নগর্ভা ধরা।
দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী আদি পাপহরা॥
করিতে লাগিলা জ্ঞান তাঁহারে এমন।
সুতবতী দেখি রাজা রাণীরে তখন॥
আপন ঔদার্য্যে রাজা প্রেয়সীর মন।
লাগিলা তুষিতে তিনি করিয়া যতন॥
এইরূপে গর্ভ তাঁর যত বেড়ে যায়।
পড়য়ে হেলিয়ে রাণী মৃদুমন্দ বায়॥

অন্তঃপুরে রাজা যদি করয়ে গমন।
অভ্যর্থনা জন্য তাঁর ত্যজিয়ে আসন ॥
নারেন করিতে রাণী নিজ গর্ভভারে।
নয়ন ঠারিয়া তাহা করেন তাঁহারে ॥
কত শত স্বর্ণমুদ্রা আরও কত মণি।
বিতরিল ব্রাহ্মণেরে দানব তখনি ॥
ধাত্রিগণে ডাকাইয়া অতি শীঘ্রগতি।
রাখিলেন রাণী পাশে পূর্ব্ব দেবপতি ॥
যখন করিল গর্ভ দশমে প্রবেশ।
শ্রীহরি চরণে করি চিত্তের নিবেশ ॥
প্রসব সময় দৈত্য প্রতীক্ষা করিয়া।
রহিলেন গুরু আজ্ঞা অন্তরে স্মরিয়া ॥
বিচিত্র সুতিকাগার রাখিলা ঘেরিয়া।
থাকিবেন রাণী যাহে পুত্র প্রসবিয়া ॥
কে জানে নারদ মুনি কিভাবে বেড়ায়
একুল ওকুল ঋষি দুকুল মজায় ॥
করিতে বাসবে তুষ্ট ব্রহ্মার নন্দন।
করিলেন যাত্রা যথা ইন্দ্রের ভবন ॥
সুধর্ম্মা সভাতে হেথা বসি সুরীশ্বর।
শোভিতেছে শিরে তাঁর কিরীট সুন্দর ॥
শশীখণ্ড সম রেখা ললাট ভূষণ।
বিশদ উত্তরী ইন্দ্র অঙ্গে সুশোভন ॥
সর্ব্বাঙ্গে মর্দ্দিত তাহে অগুরু চন্দন।
শোভিছে দেবের গায় অপূর্ব্ব দর্শন ॥

পরিধান শুক্লবাস শুক্ল অলঙ্কার ।
সুবর্ণ কঙ্কণ শোভে ভুজেতে তাঁহার ॥
শুনিতেছে সুনাসীর বাজনা সেতার ।
নৃত্যকালে অপ্সরার কঙ্কণ ঝঙ্কার ॥
কিন্নরে গাইছে গীত নাচিছে অপ্সরা ।
কেহবা রাগিণী দিয়া ধরিছে অন্তরা ॥
রতির সহিত গায় আপনি অনঙ্গ ।
কেহবা বাজায় বাঁশী কেহবা মৃদঙ্গ ॥
ভাল ভাল বলে যত ত্রিদিব ঈশ্বর ।
তাণ্ডব বিধানে তত নাচে বিদ্যাধর ॥
পারিজাতে গাঁথি মালা আসিয়ে উর্ব্বশী ।
পরায়ে দেবের গলে হাসিয়ে রূপসী ॥
স্বকীয় ঐশ্বর্য্য আর অতুল বৈভব ।
পেয়ে আনন্দেতে মত্ত দেবতা বাসব ॥
এরূপে আপনপুরে অমরের রাজ ।
শুনিছে নারীর গীত ত্যজি নিজ কাজ ॥
বাজিল ত্রিতন্ত্রী বীণা গম্ভীর গগনে ।
সভায় থাকিয়া দেব শুনিলা শ্রবণে ॥
জানিলা আসিছে বুঝি আমার আবাস ।
করিতে পবিত্র ঋষি জগৎ নিবাস ॥
হইয়ে তৎপর তথা দেবেন্দ্র তথন ।
করিতে গেলেন দ্বারদেশে সম্ভাষণ ॥
অপেক্ষা করিয়ে তথা ঋষি আগমন ।
রহিলেন দাণ্ডাইয়া সহস্রলোচন ॥

হেনকালে এল ঋষি বাসবের ধাম।
সর্ব্বাঙ্গে অঙ্কিত তাঁর শ্রীহরির নাম ॥
প্রেমানন্দে দেখি তাঁরে বিভোর হইয়া।
প্রণমিলা সুররাজ শির নোয়াইয়া ॥
আসিয়া নারদ বলে অমরের নাথ।
চলহ নির্জ্জনে কথা আছে তব সাথ ॥
শুনিয়া ঋষির মুখে এরূপ ভারতী।
শশব্যস্ত হ'য়ে তবে দেব শচীপতি ॥
পাদ্যঅর্ঘ্য দিয়ে তাঁর শ্রম করি দূর।
মন্ত্রণা আগারে পরে লয়ে গেলা শূর ॥
অপূর্ব্ব মন্ত্রণাপুরী কি কব বাখান।
ভয়েতে যাহার কাছে কেহ নাহি যান ॥
সপ্তস্তর প্রকারে সে সুন্দর আগার।
রয়েছে বেষ্টিত যাহা নির্ম্মিত সোণার ॥
চৌদিগে পরিখা তার আছয়ে বেড়িয়া।
বিশ্বকর্ম্মা আসি যাহা গেছে নির্ম্মাইয়া ॥
অপূর্ব্ব সে ঘর গজদন্ত বিনির্ম্মিত।
হীরা মুক্তা আদি কত রতনে খচিত ॥
দোলিছে মন্দার মালা দ্বারের চৌকাটে।
দৌবারিক গণেতে আছয়ে মালসাটে ॥
লইয়া উলঙ্গ অসি দেব দ্বারপাল।
রক্ষিতেছে সবে তাহা সদাসর্ব্বকাল ॥
মাহুতে অঙ্কুশ হাতে মাতঙ্গ উপরি।
চাপিয়া হাঁকিছে সবে ভীমনাদ করি ॥

বিংশ প্রকোষ্ঠের পরে মন্ত্রণা আগার।
মহামূল্য রত্ন শোভে ভীতেতে যাহার॥
নিস্তব্ধ মন্ত্রণাপুরী সদাসর্ব্বক্ষণ।
শব্দের ভয়েতে তথা না বহে পবন॥
এ হেন নির্জ্জন পুরী মাঝেতে বসিয়া।
কহিছে নারদমুনি দেবে সম্বোধিয়া॥
"কহি শুন শচীনাথ অমর ঈশ্বর।
তোমার লাগিয়ে মোর কাঁপিছে অন্তর॥
ত্রিদিব নিবাসী শ্রেষ্ঠ বিধি বিষ্ণু শিব।
আছয়ে ধরায় যত মানবাদি জীব॥
সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসি না যায় কথন।
সদাই তোমার চিন্তা করে মম মন॥
পাই না সময় দেব তোমার কারণ।
পূজিতে যুগলমূর্ত্তি লক্ষ্মী নারায়ণ॥
তুমি হে আমার হও সম্পর্কেতে নাতি।
তেকারণে ভাবি আমি শুন দিবারাতি॥
মহাজ্ঞানী হও তুমি বুদ্ধি অতি ধীর।
সদা শান্তমতি তাহে বজ্রধারী বীর॥
কিন্তু তব এক দোষে খেয়েছে তোমায়।
কহিব কি দেব তাহা কহা নাহি যায়॥
গোমুত্রের সহযোগে যথা গব্য রস।
তেমতি তোমার তাহে নাশিয়াছে যশঃ॥
সদাই মদনে মাতি কর শীধু পান।
দিবারাত্তি শুন বসি কিন্নরীর গান॥

"কি করিলে কি হয় তা ভাবনা অন্তরে
আপনা হইতে বড় দেখ না অপরে ॥
পড়িবে এবার তুমি বিষম সঙ্কটে।
কহিলাম সার কথা আমি অকপটে ॥
সুধর্ম্মা সভায় বসি কে আর তখন।
আঁখি মেলি হেরিবেক অপ্সরা নর্ত্তন ॥
নন্দন কাননে তবে কে আর যাইয়া।
করিবে কৌতুক তথা উর্ব্বশী লইয়া ॥
শুন শুন দেবরাজ কহি আরবার।
স্বর্গের ঐশ্বর্য্য তব হবে ছারখার ॥"
এত যদি কহিলেন ব্রহ্মার নন্দন।
শ্রবণে চমকি উঠি সহস্রলোচন ॥
কহিলা নারদে তবে অদিতি নন্দন।
"পড়িব সঙ্কটে ঋষি কিসের কারণ ॥
তুমি যাহা কহ তাহা মিথ্যা কভু নয়।
তেকারণে মম মনে এত ভয় হয় ॥
শুনিয়া তোমার বাণী কাঁপিছে অন্তর।
কহনা স্বরূপে তাহা আমারে সত্বর ॥"
একদিন তব পুরে দ্বাদশী তিথিতে।
দুর্ব্বাসা আসিয়াছিল পারণ করিতে ॥
না দেখি তোমারে ঋষি দ্বারীরে জিজ্ঞাসি।
নন্দন কাননে আছে শুনি তথা আসি ॥
দেখিলেন তথা মুনি সুন্দর কাননে।
মদনে উন্মত্ত আছ উর্ব্বশীর সনে ॥

ক্ষুধায় কাতর ঋষি হইয়া তোমায়।
ডাকিলা কতই তোমা কহা নাহি যায়॥
মধুপানে মত্ত হ'য়ে স্বৈরিণী সহিত।
হয়ে জ্ঞানহারা দেব তুমি হিতাহিত॥
পারণ উদিকে থাক অভ্যর্থনা করা।
হয় নাই মত্ত ছিলে লইয়া অপ্সরা॥
দেখিয়ে তোমার রীতি দুর্ব্বাসা তখন।
অভিশাপ দিয়ে তোমা গেছেন এমন॥
হবে তব পরাজয় বলিপুত্র হ'তে।
কহিয়া গেছেন মুনি তোমা এইমতে॥"
শুনিয়া ঋষির বাণী কহিলা বাসব।
"যে কথা কহিলা তুমি সব অসম্ভব॥
নাহিক বলির সুত জানি আমি ভালে।
না হইবে পরাভব মোর কোন কালে॥
পূরিবে না কভু ঋষি দুর্ব্বাসা কামনা।
ভাবনা ত্যজিয়ে ভাব হরির ভাবনা॥
হইবে মুনির বাক্য এবারে লঙ্ঘন।
দিয়েছে যে শাপ তিনি না ভাবি কারণ॥"
দেবমুখে শুনি ঋষি তাচ্ছীল্য বচন।
"কহিলা তাঁহারে তবে ব্রহ্মার নন্দন॥
হারিয়া তোমার যুদ্ধে দানবের পতি।
অন্তরে দুঃখিত হ'য়ে আছিলেন অতি॥
অবশেষে আচার্য্যের আদেশানুসারে।
সুতের লালসে তিনি অতি শুদ্ধাচারে॥

"করাণ রাণীরে নামে ব্রত পুংসবন।
যাহাতে হইবে তাঁর অবশ্য নন্দন॥
দশমাস গর্ভ এবে হ'য়েছে রাণীর।
আজি কালি মধ্যে সুত হবে যেন স্থির॥
তপোবলে জানিয়াছি সব সমাচার।
জগতে হবেনা কেহ সমকক্ষ তার॥
তাহা হইতে পরাজয় হইবে তোমার।
নিশ্চয় জানিহ রাজা বচন আমার॥
একমাত্র বন্ধু তুমি জগতে আমার।
কহিলাম চিন্ত যাহে পার সারিবার॥"
এরূপে কহিয়া ঋষি দেবেরে তখন।
যথা ইচ্ছা তথা তিনি করিলা গমন॥

নারদের মুখে শুনি এরূপ ভারতী।
আপন আলয়ে আসি দেব শচীপতি॥
ভাবেন বসিয়া বলে কি হবে উপায়।
এতদিনে বুঝি মোর স্বর্গসুখ যায়॥
দুরন্ত দুর্ব্বাসা ঋষি দিয়াছেন শাপ।
দোষ নাহি তাঁর আমি করিয়াছি পাপ॥
দুর্জ্জনে শাপিতে লভে মহতে জনম।
অন্যায় দেখিয়ে ঋষি শেপেছে এমন॥
অমর সমাজে আর দেখাব না মুখ।
অন্তরে লাগেনা ভাল সদাই অসুখ॥
কি করিব কি হইবে কেমনে সারিব।
অলঙ্ঘ্য ঋষির বাক্য কেমনে লঙ্ঘিব॥

"উর্ব্বশী হ'য়েছে কাল অমর আলয়ে।
দিবারাত্র থাকি মেতে হায় তারে লয়ে॥
খেয়েছি বিষয় মদ মজেছি সম্পদে।
পড়েছি এবার আমি বিষম বিপদে॥
নন্দন কাননে আর কভু যাইবনা।
ভুলিয়া উর্ব্বশীপানে আর দেখিব না॥
অহঙ্কারে মত্ত আর কভু হইবনা।
সহেনা হৃদয়ে আর এতেক যাতনা॥
ব্রহ্মশাপ শুনি মোর কাঁপিছে অন্তর।
কে আছে এমন বন্ধু জগত ভিতর॥
বিপদ সাগরে মোরে করিবে উদ্ধার।"
একথা শুনিয়ে কাঁদে অদিতি কুমার॥
হেনকালে দেবগুরু বৃহস্পতি আসি।
উপস্থিত হইলেন যেন তেজরাশি॥
বুদ্ধির সাগর গুরু জগতে বিদিত।
সদাই চিন্তেন মনে বাসবের হিত॥
ভাবনা সাগরে ডুবি অদিতি নন্দন।
করিল না তৎকালেতে তাঁরে সম্ভাষণ॥
দেখি সুরগুরু সুররাজ ব্যবহার।
ধ্যানযোগে জানিলেন কারণ ইহার॥
ক্ষতক্ষণে কহিলেন ডাকিয়া বাসবে।
জলদনিনাদ সম গম্ভীর আরবে॥
"কেন ইন্দ্র ভাব আর বসিয়ে এখন।
চেয়ে কি দেখনা আমি তোমার সদন॥

"আসিয়াছি আমি দুঃখ করিতে মোচন।
শুন অকপটে এবে আমার বচন॥
কিছার মিছার অসুরেরে আমি গণি।
আমার ভয়েতে কাঁপে গ্রহরাজ শনি॥
ধর বজ্র নাশ তুমি গর্ভস্থ বালকে।
করেছ বিনাশ যাহে দুর্ব্বার বৃত্রকে॥
এমন সুযোগ আর কভু পাইবে না।
বধিতে দুরন্ত রিপু দেরি করিও না॥
দিলাম বলিয়া আমি উপায় এমন।
অতএব কর ইহা কাশ্যপনন্দন॥"
গুরুমুখে হেন আজ্ঞা শুনিয়া তখন।
কহিতে লাগিলা দেব সহস্রলোচন॥
"এমন অধর্ম্ম আমি কিরূপে করিব।
নারী হত্যা ভ্রূণহত্যা পাপেতে মজিব॥
একে ব্রহ্মশাপ মোর ঢুকেছে শরীরে।
আবার শিখাও তাহে নাশিতে নারীরে॥
হেন বাক্য শুনি কাঁপে শরীর আমার।
বুঝিতে পারি না দেব তব ব্যবহার॥
হায় মহা পাপে লিপ্ত করিতে আমায়।
হ'য়েছ উদ্যত গুরু তুমিও তাহায়॥
কাজ নাই স্বর্গসুখ যাই গো অরণ্যে।
এই নিবেদন মোর তোমার চরণে॥
থাকুক দুর্ব্বাসা শাপ আমার উপর।
করিতে এমন কর্ম্ম কাঁপিছে অন্তর॥"

এত কথা বলি ইন্দ্র নিস্তব্ধ হইল।
অমনি অমরগুরু কহিতে লাগিল॥
"কি হেতু এ মহা মোহে ঘেরিল তোমায়
দেবের বুদ্ধিতে যাহা কভু না যুয়ায়॥
হেন বুদ্ধি উপজিলে হয় ধর্ম্মনাশ।
কীর্ত্তিনাশ হয় আর অযশ প্রকাশ॥
ক্ষুণ্ণ নাহি হও মনে অদিতি নন্দন।
দেবের বুদ্ধিতে ইহা না আসে কখন॥
ত্যাগ কর কাতরতা ওহে দেবরাজ।
গর্ভস্থ বালকে নাশ ধরি অস্ত্ররাজ॥
যেরূপ ভাবনা তুমি করিছ অন্তরে।
এরূপ ভাবনা জ্ঞানী জনে নাহি করে॥
কে কারে নাশিতে পারে কেবা কার অরি।
আত্মারে নাশিতে তুমি নার বজ্র ধরি॥
তুমি আমি আর এই বিশ্ব চরাচর।
ব্রহ্ম বিনা কিছু পূর্ব্বে ছিল না অপর॥
লয় পেলে বিশ্ব আর হবে কি হবে না।
ইহার বিষয় কেহ নিশ্চয় জানেনা॥
পরমাত্মা ভূমা যিনি হন সনাতন।
উৎপত্তি বিনাশ তাঁর না হয় কখন॥
শরীরের মাঝে হয় জন্ম মৃত্যু জরা।
অতএব এর জন্যে বৃথা খেদ করা॥
জন্মিলে মরিতে হবে নিশ্চয় এমন।
বৃথা তুমি শোক কর তাহার কারণ॥

"পূর্ণ হবে কাল যবে জীর্ণ হবে বাসা।
পলাইবে প্রাণপাখী থাকিবে না আশা ॥
ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান বাহে আছয়ে যাদের।
ত্রিতাপ জ্বালাতে তাপ দেয় তাহাদের।
ইহারা যাদের দুঃখ না দেয় রাজন।
তাহারাই হয় বিশ্বে মুক্তির ভাজন ॥
ভৌতিক দৈবিক আর মানসিক তাপ।
এ ব্যতীত আর যত আছে মহাপাপ ॥
তাহারা ছুঁইতে নাহি পারে যাহাদের।
তাহারাই শ্রেষ্ঠ জীব মতে জ্ঞানীদের ॥
আত্মার অভাব দেব কখন না হয়।
মনীষী গণেতে এর ক'রেছে নির্ণয় ॥
সমস্ত জগৎ ব্যাপি রয়েছেন যিনি।
যেন দেবরাজ চিরকাল নিত্য তিনি ॥
উপাধি রহিত আত্মা হয়েন অনন্ত।
শরীরীমাত্রের জেন আছয়ে পর্য্যন্ত ॥
আত্মারে যে বধ্য মনে করে দেবরাজ।
গণ্য নাহি করে তাহে পণ্ডিত সমাজ ॥
নাহিক আত্মার কভু জানিহ বিনাশ।
অতএব অস্ত্র ধরি কর শত্রুনাশ ॥
জন্ম-মৃত্যু স্থিতি আর হ্রাস বৃদ্ধি শূন্য।
এ ছয় বিকারে আত্মা কভু নয় ক্ষুণ্ণ ॥
যে হেতু তাঁহারে কেহ পরশিতে নারে।
সত্যময় নিত্য সবে জানিয়া আত্মারে ॥

"বিতরি শরৎশশী শীতল কিরণ।
করিতে আত্মার তৃপ্তি পারেনা কখন॥
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কভূ নিদাঘে উঠিয়া।
পারেনা তাপিতে তাঁরে রশ্মি বিতরিয়া॥
পোড়াতে পারেনা কভু দেব বৈশ্বানর।
ডুবাতে পারেনা তাঁরে অতল সাগর॥
এমন কি তব বজ্রে হয়না নিধন।
অতএব বধ কর গর্ভস্থ নন্দন॥
বাক্য ও মনের তিনি হয়েন বাহির।
ইন্দ্রিয়াদি গ্রাহ্য নয় আছে সদা স্থির॥
শুন দেব কহি আমি তোমারে এখন।
নাশিতে বালকে তুমি করহ মনন॥
পড়েছ সঙ্কটে এবে ধর্ম্মের বিচার।
নাহিক সময় আর তাহা করিবার॥
নাশিলে থাকিবে সুখে, নতুবা বন্ধন।
করিয়া লইয়া যাবে বলির নন্দন॥
শুক্রের রোষাগ্নি জ্বলে ব্যাপি ব্যোমদেশ।
ফণা ধরি বিষ যেন উগারিছে শেষ॥
হাসিবেক কবিগুরু সাবেনা শরীরে।
অতএব রাখ বাক্য আমার অচিরে॥"
এমতে বুঝালে গুরু অমনি তখন।
ধরিলা কুলিশে তবে কশ্যপ নন্দন॥
করিয়া আচার্য্যপদে শত নমস্কার।
লক্ষ্য করি বালকেরে ছাড়িয়ে হুঙ্কার॥

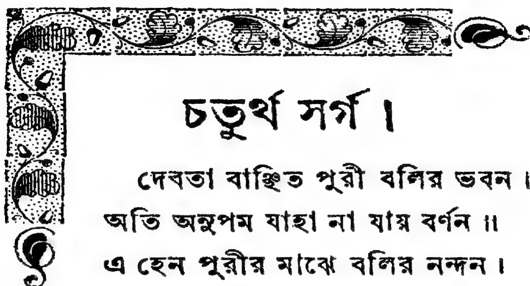
নাশিতে গর্ভস্থ সুতে ছাড়ি বজ্র দিলা।
ভয়ঙ্কর শব্দে বিশ্ব কাঁপিতে লাগিলা॥
হেথায় আশ্রমে বসি অসুর কুলের।
আচার্য্য চিন্তেন হিত গর্ভস্থ সুতের॥
অকস্মাৎ শুনি ঋষি অশনি নিনাদ।
বুঝিতে পারিল ইন্দ্র পেড়েছে প্রমাদ॥
তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মতেজ দিয়া দ্বিজবর।
শূন্যপথে করিলেন বজ্রের অন্তর॥
অতঃপর সেই অস্ত্র ইন্দ্রের তোরণে।
পড়িয়া ভাঙ্গিল দেব দেখিলা নয়নে॥
অমোঘ ইন্দ্রের অস্ত্র ব্যর্থ নাহি হয়।
সেই হেতু ভাঙ্গে গিয়া বাসব আলয়॥
ব্যর্থ তাঁর অস্ত্র দেখি নমুচীসূদন।
অত্যন্ত হইলা তিনি বিষাদিত মন॥
কি করিব কি হইবে চিন্তয়ে রাজন।
সুরগুরু সনে বসি সদা সর্ব্বক্ষণ॥
এখানে বলির ঘরে রাণীর উদরে।
উপজিল প্রসব বেদনা তার পরে॥
সূতিকা গৃহেতে রাজ্ঞী করিলা গমন।
পূর্ণকুম্ভে শোভে তার দ্বার অনুক্ষণ॥
যখন গগনে বেলা দ্বিতীয় প্রহর।
প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে তপ্ত চরাচর॥
এ হেন সময়ে রাণী চিন্তি নারায়ণ।
প্রসবিল পুত্র এক অপূর্ব্ব দর্শন॥

বালকের তেজে তেজহীন দীনকরে।
আচ্ছাদিল পাংশু যেন দেব বৈশ্বানরে॥
টলিল সুধর্ম্মা সভা দেবের সহিতে।
খসিল কিরীট ইন্দ্র শিরে আচম্বিতে॥
প্রস্ফুটিত পারিজাত নন্দন কাননে।
শুকাইয়া গেল তাহা অসুর জনমে॥
কড় কড় নাদেতে নাদিল কাদম্বিনী।
দিবা দ্বিপ্রহরে বোধ হইল যামিনী॥
মহাঝড় তৎকালেতে বহিয়া পবন।
হইল কম্পিত যেন ভয়ের কারণ॥
চলে প্রবাহিনী উচ্চ বিচী রবে কাঁদি।
কহিতে বারীশে যত অমঙ্গল আদি॥
দিতে ত্বরা করি যেন মনে হ'য়ে ভীত।
যথায় আছেন পাশী পবিত্র চরিত॥
অনন্তর অন্তঃপুর হইতে এক দাসী।
উপস্থিত হইল বলির পাশে আসি॥
দিলেক সংবাদ তাঁরে "হ'য়েছে নন্দন।
দ্বিভুজ সুনীল কান্তি আয়ত লোচন॥"
শুনিয়া দাসীর মুখে দানবের পতি।
হ'লেন অন্তরে তিনি আনন্দিত অতি॥
দরিদ্র পাইলে যথা ধনের কলস।
ততোধিক আনন্দিত বলির মানস॥
আঁখিহারা জনে যথা আঁখি লাভ হয়।
তেমতি শুনিয়া তিনি হ'য়েছে তনয়॥

দাসীরে বিতরি রাজা স্বর্ণময় হার।
দেখিতে তনয়ে গেলা সহিতে তাহার ॥
স্বল্প-পরিসরা-স্বচ্ছ-তটিনী যেমন।
নব দূর্ব্বাদলপরি হয় সুশোভন ॥
তেমতি শোভয়ে রাণী কোলেতে তনয়।
হেরি আনন্দিত হৈলা রাজা মহাশয় ॥
তবে দানবের নাথ করিয়া কৌতুক।
মাণিক্য অঙ্গুরী সুতে দিলেন যৌতুক ॥
বামাগণ কুতূহলে দিলা হুলাহুলি।
রাজঅঙ্গে দেয় কেহ হরিদ্রার গুলি ॥
অনন্তর দিতিসুত আশ্রম হইতে।
আনায়ে গুরুরে ডাকি আলয়ে ত্বরিতে ॥
অতঃপর শুক্রাচার্য্য জাতকর্ম্ম করি।
আশীর্ব্বাদ কৈলা বহু চন্দ্রমৌলি স্মরি ॥
দানবেরে ডাকি তবে কহিলেন তিনি।
সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন কবিকুলে যিনি ॥
"তপোবলে জানিলাম সব বিবরণ।
তব পুত্র কৈল যবে জনম ধারণ ॥
ক্রন্দন করিয়াছিল কম্বুনাদ করি।
শঙ্খাসুর নাম তাই রাখিনু ইহারি ॥
জানিহ অমোঘ বাক্য আমার রাজন্।
হবে পরাক্রমশালী তোমার নন্দন ॥
ইহার সহায়ে, দৈত্য, সে মেঘবাহনে।
জিনিবে নিশ্চয় তুমি কহিনু এক্ষণে ॥"

এত বলি দৈত্যগুরু করিলা গমন।
দণ্ডারণ্য মাঝে যথা শান্তি-নিকেতন ॥
জাতকর্ম্ম আদি সব কৈলা সম্পাদন।
পরম আনন্দে বিরোচনের নন্দন ॥
কারাগার মধ্যে যত কারাবাসী ছিল।
তাদের সকলে রাজা মুক্ত করি দিল ॥
কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রা বিপ্রে বিতরিলা।
মহামহোৎসবে রাজপ্রাসাদ পূরিলা ॥
এমত কহিনু শঙ্খাসুরের জনম।
রচিতে রচনা আমি বড়ই অক্ষম ॥
মাতৃপাদপদ্ম শিরে করিয়ে বন্দন।
গাথিনু নবীন দাম পর গৌড়জন ॥

ইতি শঙ্খাসুর-জন্ম-নামক তৃতীয় সর্গ ॥



চতুর্থ সর্গ।

দেবতা বাঞ্ছিত পুরী বলির ভবন।
অতি অনুপম যাহা না যায় বর্ণন ॥
এ হেন পুরীর মাঝে বলির নন্দন।
সিতপক্ষ শশী সম হ'তেছে বর্দ্ধন ॥
অতঃপর যবে পঞ্চ বর্ষে প্রবেশিল।
আচার্য্য আলয়ে পাঠ পড়িবারে দিল ॥
চৌষট্টি কলায় সুত হ'য়ে সুশিক্ষিত।
মাগয়ে গুরুর কাছে বিদায় ত্বরিত ॥
উপযুক্ত ক্ষেত্রে বীজ হ'য়েছে রোপণ।
হেরি আনন্দিত হৈল আচার্য্যের মন ॥
অবশেষে আশীর্ব্বাদ করি বহুতর।
বিদায় দিলেন তারে হইয়া সত্বর ॥
শিক্ষিত কুমার আসি পিতার চরণে।
ভক্তির সহিত নমে প্রফুল্ল বদনে ॥
তবে দৈত্যপতি তার চুম্বিলা আনন।
মহানন্দে পূর্ণ এবে দানব ভবন ॥
বাল্যকাল অসুরের হইলে অতীত।
যৌবন যখন আসি হ'ল উপনীত ॥
তবে যথাকালে রাজা পুত্রে বিভা দিলা।
শাস্ত্রমত শুভকর্ম্ম সকলি করিলা ॥

অতঃপর এক দিন গিয়া সঙ্গোপনে।
যুদ্ধের বারতা যত জানা'ল নন্দনে ॥
যেরূপে পালিয়া ব্রত লভিলা তাহায়।
সমরে পাইয়া লজ্জা দেবের সভায় ॥
আর(ও) বলে শুন, পুত্র, তোমার সহায়।
দেবর্ষি নারদ হেন বলিলা আমায় ॥
পুরুহূত পরন্তপে জিনিব সমরে।
কহিনু এ গুপ্ত কথা তোমার গোচরে॥
অতএব কর, পুত্র, ইহার উপায়।
অন্তরে এ অপমান সহা নাহি যায় ॥"
দনুজেন্দ্র মুখে শুনি এতেক বচন।
পদতলে পড়ি পুত্র কহিছে তখন ॥
"কোন্ ভয় কর পিতঃ, দেবতা বাসবে।
করিব বন্ধন জেন তাহারে আহবে ॥
যে গলে শোভয়ে তার মন্দারের দাম।
মাণিক-মুকুতা-মালা রহে অবিশ্রাম ॥
সে গলা হইবে বদ্ধ দাসত্ব শৃঙ্খলে।
করিনু প্রতিজ্ঞা আমি ইহা তব স্থলে ॥
অর্চ্চিতে সাগর তীরে যাইব ধাতায়।
এই সে মিনতি মোর কহিনু তোমায় ॥"
পুত্রের মুখেতে শুনি এতেক ভারতী।
মনোদুখে কহে তবে দানবের পতি ॥
"বহুকষ্ট করি পুত্র ব্রত পুংসবন।
পেয়েছি অঙ্কেতে আমি তোমা হেন ধন ॥

"কাজ নাই সুখ আশে বৈরী নির্যাতনে
কাটাইব কাল আমি চির ক্ষুণ্ণ মনে ॥
হাসুক অমর-গ্রাম ভাসুক সুখেতে।
এ জীবন ভুঞ্জি আমি আজন্ম দুঃখেতে ॥
হাসুক বাসব বসি অমর সভায়।
পড়েছি না পড়িয়াছি দুঃখের আনায় ॥
তথাপি তোমারে তাত তপস্যা কারণ।
পাঠাইতে কোন দেশে বাঞ্ছে নাহি মন ॥
কে কবে জলধি হ'তে মুকুতা তুলিয়া।
পুনঃ সে তাহার মাঝে দেয় ডুবাইয়া ॥
তোমারে ছাড়িতে প্রাণ না চাহে আমার।
বাঁচিব না মুহূর্ত্তেক কি কহিব আর ॥"
এত শুনি কহে তবে বীর শঙ্খাসুর।
"শুন গো জনক, চিন্তা কর এবে দূর ॥
সরল অন্তরে আজ্ঞা দেহ মোরে দান।
করিব তোমায় দুঃখ হ'তে পরিত্রাণ ॥
যাত্রা কালে নিবারিলে হয় অমঙ্গল।
স্থির কর মন তাত, না হও চঞ্চল ॥
দৈব বলবান্ পিতঃ, দৈব বলবান্।
পরমেষ্ঠি-পদ সেবি পাব দুঃখে ত্রাণ ॥"
পুত্রের মুখেতে শুনি এতেক বচন।
দিলেন বিদায় স্মরি শুক্রের চরণ ॥
একাকী বিদায় দিয়া দানবের পতি।
কাতর হৃদয়ে চিন্তে অগতির গতি ॥

পাইয়া পিতার আজ্ঞা কুমার তখন।
যাদঃপতি-তীরে তবে করিলা গমন॥
সুনীল গগন তলে বিশাল জলধি।
বিস্তারি নীলাম্বুরাশি আছে নিরবধি॥
ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া যেন প্রকাণ্ড প্রাকার।
স্পর্শিয়াছে ব্যোম পথ করি অন্ধকার॥
উত্তাল উল্লোল স্বতঃ ভীষণ দর্শন।
উঠিছে সর্ব্বদা তথা ভেদিয়া গগন॥
ঊর্ম্মিরূপ কিরীট করিয়া পরিধান।
বসি বারিনিধি যেন সম্রাট্ সমান॥
সংখ্যাতীত স্রোতস্বতী বেগে বহি যায়।
সহস্র করেতে কর প্রদানিতে তায়॥
কোথাও তোয়দবৃন্দ বাঞ্ছি বারি পান।
আবর্ত্ত বেগেতে সবে হ'য়ে ঘূর্ণ্যমান॥
হতেছে প্রবৃত্ত দেখি হয় অনুমান।
মথিছে সাগর পুনঃ দানব গীর্ব্বাণ॥
ভয়ঙ্কর কাকোদর মেলিয়া বদন।
করে পান বৈকালিক বেলা সমীরণ॥
হেন সাগরের রোধে বলির নন্দন।
বসিয়ে চিন্তয়ে চিতে চতুর-আনন॥
সে দিন যামিনীযোগে করি উপবাস।
শান্ত মনে রহিলেন পরি শুদ্ধবাস॥
অস্ত গেলে নিশামণি বীরেন্দ্র নন্দন।
ইন্দ্রিয় হইতে মন করি আকর্ষণ॥

উপেক্ষিয়া শরীরেরে তবে বীরবর।
তপ করি করে জীর্ণ শীর্ণ কলেবর॥
ইতিমধ্যে একদিন আঙ্গিরস আসি।
কহিলা অমরনাথে সম্বোধিয়ে হাসি॥
"তপ করে দৈত্যবীর সাগরের তীরে।
করহ উপায় তুমি তাহার অচিরে॥"
শুনিয়া গুরুর মুখে এতেক ভারতী।
ত্বরা করি গেল যথা মেনকা যুবতী॥
আদি অন্ত সব তারে করিলা বর্ণন।
সত্বরে রামারে বীর কশ্যপনন্দন॥
তপোভঙ্গ হেতু তারে কহিলা বাসব।
এ কর্ম্ম করিতে রামা তোমার (ই) সম্ভব॥
পাইয়া ইন্দ্রের আজ্ঞা অপ্সরা তখন।
হইলা তৎপর তথা করিতে গমন॥
বিনাইয়ে বিনোদিনী বিনোদ কবরী।
চলিছে যথায় ভাবী বাসবের অরি॥
রাকা-শশী হ্রাসে হেরি বদন মাধুরী।
তৃষিত চকোর তথা সদা ফিরে ঘুরি॥
আঁখিতে অঞ্জন মরি কিবা দেখা যায়।
শোভিছে কেমন তাহা মুদির রেখায়॥
হেরি সে রেখার কান্তিঃ মাতি ভ্রান্তি মদে।
ময়ূর ময়ূরী নাচে আনন্দের হ্রদে॥
ভুরু-ধনু কুসুমেষু ধরে নিজ করে।
উচ কুঁচ হেরি বৃথা গিরি গর্ব্ব করে॥

ক্ষীণ মাজা পশুরাজা দেখিয়া লজ্জায়।
বিজন বিপিনে গিয়ে গহ্বরে লুকায়॥
চঞ্চল যুগল ভুজে নিন্দে তরঙ্গিণী।
সুন্দর চিকণদন্তে হারে শিখরিণী॥
অতি অনুপম তার রাগরম্ভা উরু।
অঙ্গেতে মেখেছে ধনী চন্দন অগুরু॥
উড়িছে উত্তরী গায় পবনের বলে।
হেরি যোগী যোগ ভুলে মুনি মন টলে॥
কত ভাবে যায় রামা সুমন্দ গমনে।
যা দেখি মরিয়া আছে মরাল বারণে॥
হেন অপরূপ রূপে সাজিয়ে তখন।
উপস্থিত হৈল যথা বলির নন্দন॥
আতপে তাপিত যেন ভুজঙ্গিনী যায়।
জুড়াতে নিদাঘজ্বালা চন্দন-তলায়॥
মৃদু মৃদু রবে ধনী কহিছে তাহায়।
"এসেছি নয়নে হের ভজিতে তোমায়॥
কোন্ ব্রতে ব্রতী, নাথ, হ'য়েছ এখন।
কহ ত্বরা ক'রে মোরে করি সম্পাদন॥"
কত ভাবভঙ্গী রামা করিল তথায়।
তথাপি রহিল ধীর মহেশের প্রায়॥
এত দেখি ভগ্নব্রতে ফিরিল অপ্সরা।
বাসব ভবনে হ'য়ে দুঃখে মনোভরা॥
আদি অন্ত নিবেদিল দেবেন্দ্র চরণে।
শ্রবণে অদিতিসুত বলে ক্ষুণ্ণ মনে॥

"বজ্রের ভরসা আমি না করি যথায়।
অবশেষে তোমা, ধনি, পাঠাই তথায়॥
এতদিনে শুন, ভীরু, জানিলাম ভাল।
তুমিও এসেছ ফিরে ভেঙ্গেছে কপাল॥
নিশ্চয় জানিহ আমি ডুবিনু আঁধারে।
স্বর্গের সুষমা সব যাবে ছারখারে॥"

এইরূপে বিলাপিতে লাগে দেবরায়।
হেথায় বলির গৃহে শুক্র চলি যায়॥
আচার্য্যে হেরিয়ে দৈত্য উঠিয়া তখন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে কৈলা শ্রান্তি নিবারণ॥
রাজদত্ত পূজা পরে করিয়া গ্রহণ।
আশীষি পরমানন্দে বসিলা তখন॥
কাতরে দানবপতি কহে গুরু পায়।

"সুতের বিরহ আর সহ্য নাহি যায়॥
স্বার্থপরবশ হ'য়ে কুমারে আমার।
আজ্ঞা দিনু তপ হেতু কি কহিব আর॥
অনন্ত সিকতা পূর্ণ পয়োনিধি কূলে।
করিতেছে তপ পুত্র বহির্জ্ঞান ভুলে॥
দৈত্যবংশ অবতংস সুত শঙ্খাসুর।
না পাই দেখিতে তারে আছে বহুদূর॥
হায় রে তথায় কত ক্ষুধায় কাতর।
তপঃকৃচ্ছ্র সাধনেতে জীর্ণ কলেবর॥
নিরাশ্রয় সুতরাং সৈকতে শয়ন।
করিয়া রয়েছে মোর হৃদয়ের ধন॥

"অহো ছিছি! একি গুরো, পিতার আচার
হিতাহিত কোন জ্ঞান নাহিক আমার॥
সহস্রেক সমা প্রায় অতীত হইল।
আছে কিবা নাই কেহ সংবাদ না দিল॥
কোন সমাচার নাই মনে ভাবি তাই।
সর্ব্বদা হ'তেছে সুতে হারাই হারাই॥
ধিক্ ধিক্ শত ধিক্, ধিক্ এ জীবনে।
এমন করিয়া প্রাণ ধরি গো কেমনে॥
হায় গো বিদায় দিয়ে সেই বীরবরে।
নিদ্রা যাই নিশাযোগে পালঙ্ক উপরে॥
ভেবে বুক ফেটে যায় কহা নাহি যায়।
আর কি পাইব দেখা কুমারে হেথায়॥
হা পুত্র! হা প্রাণাধিক! বলিয়া যখন।
রমণী রোদন রোলে ভেদিবে গগন।
করুণানিধান, বল কেমনে তখন।
আমার উভয় কর্ণ করিবে শ্রবণ॥"
দানবেন্দ্র মুখে শুনি এতেক বচন।
করিলা উত্তর তবে শুক্র তপোধন॥
"ব্রহ্মতেজ বলে দৈত্য তনয়ে তোমার।
রক্ষিতেছি আমি তাহে জেন অনিবার॥
বিভাবসু সম তেজ ধরে তব সুত।
শুদ্ধ করিয়াছি তাহে করি মন্ত্রপূত॥
যাহার বীরত্বরূপ বিশাল কীর্ত্তিতে।
সমকক্ষ নাহি হবে কেহ এ উর্ব্বীতে॥

যে কর্ম্ম করিতে নারে হরের কুমার।
তাহাই করিবে জেন তনয় তোমার ॥"
দানবে প্রবোধি তবে কবিকুলমণি।
গঙ্গাধর পদ চিন্তি চলিলা তখনি ॥
ভার্গবের বাক্য শুনি পূর্ব্বদেব-পতি।
অতঃপর বহুকষ্টে স্থির কৈলা মতি ॥
হেথায় সাগর তীরে বলির নন্দন।
করিছে কঠোর তপ ইন্দ্রের কারণ ॥
শঙ্খাসুর করে তপ বড়ই দুষ্কর।
হেটমাথে উর্দ্ধপদে রহে নিরন্তর ॥
কপাল উরস্ ভুজে লেখা ইষ্টনাম।
নির্ভয় মনে সে তপ করে অবিশ্রাম ॥
নিদাঘে দারুণ অগ্নি তপ হেতু জ্বালে।
উত্তরী বিহীন রহে শিশিরের কালে ॥
তপ করে দুই পদে স্পর্শিয়া আকাশ।
দানবের তপ দেখি দেবে লাগে ত্রাস ॥
মধ্যে মধ্যে মেধ্যফল করয়ে আহার।
মহাকষ্ট করে দৈত্যসুত অনিবার ॥
অবশেষে নিরাহারে বায়ু করি পান।
তপস্থায় রত হৈল বলির সন্তান ॥
এতেও হ'ল না যদি দয়া বিধাতার।
অপর উপায় দৈত্য করে পুনর্ব্বার ॥
লবণ জলধিজলে অভিষিক্ত শির।
ছেদিয়া আহুতি দিতে মনে কৈল স্থির ॥

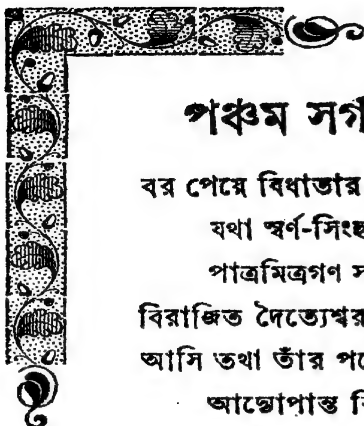
কাটিতে মস্তক যবে উদ্যত দানব।
হেনকালে উপস্থিত হৈল অজোদ্ভব ॥
পশ্চাতে থাকিয়া হস্ত ধরিয়া তখন।
সে ভীষণ কর্ম্ম হৈতে করিলা বারণ ॥
(মহাকালকূট করে করি উত্তোলন।
আত্মঘাতী যায় যবে করিতে ভক্ষণ ॥
পশ্চাতে থাকিয়া তার নিজ বন্ধুজন।
করে যথা আত্মহারে সে কর্ম্মে বারণ ॥)
হেন কর্ম্ম কৈলা যদি কমল-আসন।
অমনি চমকি দৈত্য কহিল তখন ॥
"কে তুমি পশ্চাতে থাকি এমন সময়।
বাধা দিলে হেন কর্ম্মে ভাল নাহি হয় ॥"
শুনিয়ে দানবমুখে এতেক বচন।
বলিলা বিরিঞ্চি দেব জগৎ-বন্দন ॥
শব্দাদি বিষয় আর ইন্দ্রিয়গণের।
বিশ্রামের স্থান ভূত তোমার চিত্তের ॥
স্থির করি দিবানিশি চিন্তিছ যাহারে।
সেইজন হই, নেত্রে হেরহ তাহারে ॥
অর্চ্চিত দেবতা নিজ সম্মুখে দেখিয়া।
নমস্কার করি কহে চরণে ধরিয়া ॥
"কল্পান্ত সময়ে, দেব, তোমার সৃজিত।
জগৎ সংসার প্রভু হইলে অন্তর্হিত ॥
বিশ্বের কারণ অধোক্ষজ নারায়ণ।
প্রলয়-পয়োধি-জলে আছিলা শয়ন ॥

"তৎকালে তুমিও তাহে হইলা বিলীন।
সংসারের(ও) কিছুমাত্র না রহিল চিন্॥
শাশ্বত-পুরুষ বিশ্বপাতা-জনার্দ্দন।
পুনর্ব্বার মায়া শক্তি করি সঞ্চারণ॥
নাভি-সরসিজে তোমা, করিলা সৃজন।
করিতে নূতন সৃষ্টি জগৎ কারণ॥
অতএব পিতামহ সর্ব্বমূলাধার।
প্রপন্ন-কামনা, প্রভো, পুরাও এবার॥
কৃপা করি কৃপাময়, দেহ এই বর।
এ ভব মাঝারে যেন হই গো অমর॥"
দানবের বর শুনি বিরিঞ্চির হাস।
আকাশে অমরগণ পাইলেক ত্রাস॥
"বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডেতে কেহ না হয় অমর।
কহিলাম অকপটে শুন দৈত্যবর॥
অনাদি-অনন্ত সেই পুরুষ ব্যতীত।
অমরতা-সুধা পানে সকলে বঞ্চিত॥
ভবিষ্যৎ-অন্ধ-জীব ভ্রম-বশতায়।
অভিহিত করে সুরে "অমর" আখ্যায়॥
দ্বিপরার্দ্ধ বর্ষ যবে হইবে অতীত।
তৎকালে জানিহ আমি হব অন্তর্হিত॥
হেন বর ভিন্ন তুমি যে বর যাচিবে।
করিলাম সত্য তাহা অবশ্য পাইবে॥
যেহেতু স্বয়ং আমি নহিক অমর।
কি করিয়া বল তবে দিব হেন বর॥"

হেন বাক্য হইল যদি বিরিঞ্চির তুণ্ডে।
বজ্রাঘাত হইল যেন দানবের মুণ্ডে ॥
অতঃপর কতক্ষণ করিয়ে বিচার।
বিধাতার পদে ধরি কহে পুনর্ব্বার ॥
"কি বর মাগিব, দেব, আমি মূঢ়মতি।
তোমার চরিত্র বুঝে কাহার শকতি ॥
আছিল আমার কুলে দানব-ঈশ্বর।
হিরণ্যকশিপু বীর বড় ভয়ঙ্কর ॥
মাগিল অমর বর তোমার নিকট।
প্রবন্ধে ভুলালে তারে করিয়া কপট ॥
অতএব যেই বাঞ্ছা হয় তব মনে।
সেই বর দেহ, বিধি, নিবেদি চরণে ॥
কহিব কি সব তব আছয়ে গোচর।
পিতৃ-দুঃখ-কালব্যাল দংশে নিরন্তর ॥"
দ্রবিল দৈত্যেন্দ্র-সুত-করুণ-বচনে।
পিতামহ-পদ্মাসন-চিত্ত এতক্ষণে ॥
উদ্যত করিতে দান বর পদ্মযোনি।
হেনকালে অকস্মাৎ হৈল দৈববাণী ॥
"বিধাতঃ বিচারি বর, বিতর দানবে;
দুর্জ্জয় হইবে দুষ্ট জেন এই ভবে ॥"
সে শব্দ কেবল গেল ব্রহ্মার শ্রবণে।
দৈবতগণের বাণী কে শুনে কেমনে ॥
ক্ষণকাল মৌনব্রতে থাকি দেবরায়।
দানবে তথায় বর দিলেন ত্বরায় ॥

"ষোড়শোপচারে পূজা করিয়ে শঙ্করে।
প্রবেশো সময়ে এই বিশ্ব চরাচরে ॥
ত্রিলোক নিবাসী কেহ জিনিতে নারিবে।
আমার বচন, দৈত্য, নিশ্চয় জানিবে ॥
আর এই পাশ অস্ত্র দিলাম তোমায়।
করিবে বন্ধন ইন্দ্রে নিশ্চয় যাহায় ॥
সৌরকররাশি হ'তে সূর্য্যকান্ত-মণি।
কাষ্ঠ দহিবার শক্তি পায় সে যেমনি ॥
বিধির প্রদত্ত পাশে তেমতি দানবে।
সৌভাগ্য-আকাশ-ভ্রষ্ট করিবে বাসবে ॥
বিধাতা বিতরি বর মরালু-বাহনে।
চাপিয়া চলিয়া গেলা নিজ নিকেতনে ॥

ইতি শঙ্খাসুর-বরপ্রাপ্তি নামক চতুর্থ সর্গ।



পঞ্চম সর্গ।

বর পেয়ে বিধাতার দানব-কুমার,—
যথা স্বর্ণ-সিংহাসনে,
পাত্রমিত্রগণ সনে,
বিরাজিত দৈত্যেশ্বর জনক তাহার,—
আসি তথা তাঁর পদে নোয়াইয়া শির,
আদ্যোপান্ত বিবরণ
করি সব নিবেদন,
রহিলেন দাণ্ডাইয়া হ'য়ে অতি ধীর।
বহু দিবসের পরে সুতেরে হেরিয়া
আনন্দ বাড়িল মনে,
দরিদ্র যেমন ধনে,
সিন্ধু যথা উচ্ছলিত ইন্দু নিরখিয়া।
করিলা চুম্বন সুত-শীর্ষ বারবার,
করি হস্ত প্রসারণ,
দিয়া তারে আলিঙ্গন,
বসাইলা বলি শূরে অঙ্কে আপনার।
বিতরিলা বহুরত্ন দ্বিজেরে রাজন্;
আনন্দিত হ'য়ে অতি
"জয় দানবের পতি!"
বলিয়া ব্রাহ্মণগণ করিলা গমন।

সেনাপতি-পদে বলি বরিলা কুমারে ;
সভাস্থ সকল জন
হ'ল হরষিত মন,
ধন্তবাদ দিলা তাঁরা সকলে তাঁহারে।
কহিলা অসুরনাথ সুত শঙ্খাসুরে ;—
"সাজি যুদ্ধ সাজে সবে
শাসিতে বাসবে তবে
করি ভীমনাদ চল অমরের পুরে।
তোমার সহায়ে পুত্র জিনিব তাহারে,
পূজি শীঘ্র মহেশ্বরে,
এস তুমি ত্বরা করে,
যাব মহারণে আজ লইয়া তোমারে।"
পাইয়া পিতার আজ্ঞা কুমার তখন,
পূর্ণ রূপে পূজি হরে,
গালবাগু করি পরে,
সাজিতে সমর সাজে করিলা গমন।
সাজাইছে বেশকারী সমর সজ্জায়—
দিয়া নানা আভরণ
শীঘ্রগতি সে তখন
বিচিত্র মুকুট দিল বাঁধিয়া মাথায়।
সুনীল বরণ-অঙ্গে উত্তরীয় দিল ;
চর্ম্ম, বর্ম্ম আদি সাজে,
সাজাইল যুবরাজে,
কর্ণেতে কুণ্ডল দিল করে ঝিলমিল।

মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডনিভ সূর্য্যকান্ত মণি
ভালে পরাইয়া দিল
ভাণ্ডারেতে যাহা ছিল,
উদয় সে নীলাকাশে যেন দিনমণি ;
সারথি আনিল রথ অপূর্ব্ব দর্শন,—
মুকুতা ঝালর ঝোলে,
ফুলহার তাহে দোলে,
কৌষেয় কেতন উড়ে ভেদিয়া গগন।
চাপিয়া শতাঙ্গে, দৈত্য পিতার চরণে
আসি উপস্থিত হল,
কহিল জনকে,—"চল,
শাসিতে সুরের শ্রেষ্ঠ অদিতি-নন্দন।"
সজ্জিত কুমার রথী পিতার সম্মুখে
করিতেছে আস্ফালন,
সাজে যত শূরগণ ;
"মার্! মার্! এই শব্দ সকলের মুখে।
শুনিয়া সুতের মুখে এতেক বচন—
আপনি সাজিল বলি ;
যথা দশানন বলী
নাশিতে কামনা করি জানকী-জীবন।
আজ্ঞা দিল বলি বাদ্য বাজাতে তখনি,
উর্ব্বীশ-আদেশ পেয়ে,
ঢক্কা ঢোল লয়ে ধেয়ে,
দানবেরা রণবাদ্য বাজাল অমনি।

ভেরী জগঝম্প বাজে শত শত ডম্ফ,
দামামা বাজিছে কত,
আর বাদ্য ছিল যত,
যাহার নিনাদে হ'ল ত্রিভুবনে কম্প।
বাজায় মৃদঙ্গ কেহ মন্দিরা মোচঙ্গ ॥
রণশিঙ্গা বাজে ঘোর,
সকলে শুনিয়া ভোর,
ঝাঁঝরি থমক বাজে গভীর ভোরঙ্গ।
লক্ষ শঙ্খ একবারে বাজিয়া উঠিল ;
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, রসাতল,
শব্দে করে টল্‌মল্‌,
বিমান-বিবর সেই আরাবে পূরিল।
নাচে তালে তালে অশ্ব করি হ্রেষা রব,
উলঙ্গ কৃপাণ করে,
সাদীব্রজ বাজি'পরে ;
ভীষণ নিনাদে নাদে করিদলে সব
যামিনী তৃতীয় যাম নীরব অবনী,
ভীমনাদে ঘোরতর,
কাঁপাইয়া চরাচর,
উঠিল সে ধ্বনি, তায় হ'ল প্রতিধ্বনি।
ভয়েতে কাননে যত হিংস্র জীবগণ,
রণবাদ্যে মিশাইয়া,
ত্রিভুবন কাঁপাইয়া,
করিতে লাগিল তারা গম্ভীর গর্জ্জন।

বিস্তারি দানবীমায়া শূন্যমার্গ দিয়া
অষ্ট অক্ষৌহিণী ঠাট,
যুড়িয়া আকাশ-বাট,
চলিল সকলে বীর মদেতে মাতিয়া
রণরঙ্গে সাজি সব চলিছে দানব ;
কম্পমান্ ত্রিভুবন,
চলে করিবারে রণ,
ত্রিদশ-আলয়ে যথা আছয়ে বাসব।
বাজে জয়ঘণ্টা রথে ঠঠন্ ঠঠনে ;
শঙ্খাসুর চলে আগে,
তাহার পশ্চাৎ ভাগে
চাপিয়া চলিল বলি বৃহৎ স্যন্দনে।
অমরায় বিম্বাধরা মানসমোহিনী,
প্রতি দেব ঘরে ঘরে,
আনন্দেতে নৃত্য করে,
আমোদ-প্লাবনে ভাসে যামিনী কামিনী।
বিচিত্র পুরীর মাঝে সুন্দর ভবনে,
অপূর্ব্ব পর্য্যঙ্ক'পরে
পৌলমীরে কোলে করে
আছিল বাসব শুয়ে ঘুমে অচেতনে।
হেন নিশিযোগে আসি ইন্দ্রের ভবন,
বিদারি অম্বর তল,
অসংখ্য দানব বল
ঘেরিল তাঁহার পুরী সকলে তখন।

টলমল করে পুরী দৈত্য-পদভরে ;
কাঁপিছে নন্দন বন,
হাঁকিছে দনুজগণ,
বাজিল বাদিত্র তথা দ্বিগুণে তৎপরে।
অকস্মাৎ রণবাদ্য শুনিয়া শ্রবণে
চমকি উঠিল বীর,
ঝড়ে যথা সিন্ধু-নীর,
বসিলা শয্যার'পরে সশঙ্কিত মনে।
জানিলা দেবেন্দ্র—বলি দানব-ঈশ্বর,
সুতেরে সহায় করি,
এসেছে দুরন্ত অরি
করিতে আমার সাথে সংগ্রাম দুস্তর।
এতেক চিন্তিয়া মনে পৌলমীরঞ্জন
উঠিলা করিতে রণ,
অঙ্গে পরি আভরণ,
হেনকালে শচী তাঁর ধরিয়া চরণ
কহিছে বিনয় করি কাতরে তখন ;—
"যেও না সমরে, নাথ!
দুরন্ত দানব সাথ,
মনে কি জাগে না দেব দুর্ব্বাসা-বচন ?
বিশেষ কোবিদ তুমি বুদ্ধে বিচক্ষণ,
আপনা পাশরি কেন,
লিপ্ত হও কার্য্যে হেন ?
কি বলে বুঝাব যুদ্ধে হইবে বন্ধন ?

নিশ্চয় দনুজ জেন পাইয়াছে বল,
হারি একবার রণে,
এল পুনঃ কি কারণে ?
বুঝিতে পার না তাহা নিজে সে দুর্ব্বল ?
চিন্তিলে তোমার কর্ম্ম, ভয়ে প্রাণ কাঁপে !
শুন শুন, গুণমণি !
সদা অমঙ্গল গণি
কাঁদে স্বর্গ দিবানিশি, দুর্ব্বাসার শাপে !
আর্য্যপুত্র ! আজিকার যেও না সমরে ;
যা হবার তাই হবে,
থাক অবরোধে, তবে
ভগ্নোদ্যম দৈত্যচমূ হ'য়ে যাবে ঘরে।"
বিপদে পড়িলে যদি বুঝায় রমণী,
সে বুদ্ধি সুবুদ্ধি হলে,
শুনয়ে পুরুষ দলে,
আর কি বলিব, ওহে সুর-শিরোমণি।"
প্রবেশে পতঙ্গ যথা পাবক শিখায় ;
না শুনিয়া সে বচন,
করিতে ভীষণ রণ,
পুরীর বাহির হ'য়ে পুরন্দর যায়।
ভাবিতে লাগিল মনে "পুলোম-নন্দিনী ;
মনে মনে বলে, হায় !
স্বর্গসুখ বুঝি যায়।"
কত অমঙ্গল গণে বসি বিষাদিনী।

পুরীর বাহিরে ডাকে সহস্রলোচন—
"কোথা এবে, দেবগণ!
ব্রহ্মা শিব, নারায়ণ!
রক্ষ এ বিপত্তিকালে আমারে এখন।
বিপদে সহায় মাত্র তোমরা সকলে
পড়েছি বিষম দায়,
স্বর্গ-লক্ষ্মী ছাড়ি যায়,
করিতে বরণ বুঝি বলি মহাবলে!
অসময়ে দেখ আসি ঘেরেছে আমায়!
তোমা সবা বিনা আর
বিপদে করিতে পার
নাহি দেখি সবে এবে হও হে সহায়।
এথানে বৈকুণ্ঠে হরি দেব নারায়ণ;
অম্ভোজা কমলাসনে,
ছিলা প্রেম আলাপনে
হেনকালে টলি তাঁর উঠিল আসন!
জানিলা অন্তরযামী স্মরিছে বাসব,
"কি করি উপায় এবে?
বলি মোরে সদা সেবে?
হইতে সহায় এবে কার তবে যাব?"
ভেবে চিন্তে দৈত্যহারী গরুড়-আসনে,
করিতে দেবের হিত,
হইলেন উপনীত,
অরক্ষ বেষ্টিত যথা জিষ্ণুর ভবন।

মরাল বাহনে এল চতুর-আনন ;
লইয়া ত্রিলোক ত্রাসী
পাশ হস্তে এল পাশী ;
মহাঝড় বহি তথা আইলা পবন ;
ভয়ঙ্কর কালদণ্ড করিয়া ধারণ
নিজ দূত সঙ্গে করি,
সমরের সজ্জা পরি,
আইলা মহিষারূঢ় কৃতান্ত শমন ।
অবশিষ্ট দেবতারে করিয়ে সংহতি,
করে ধরি শরাসন,
সুধন্বী ময়ূরাসন,
হ'ল সমবেত রণে, যথা শচীপতি ।
পরম ভকত ধীর বলির নন্দন,
জানি তাহা ত্রিলোচন,
না আসিয়া সে কারণ,
পাঠাইলা নিজ দূত করিবারে রণ ।
ভূত, প্রেত, যক্ষ, দানা সবে দিল হানা,
"মা ভৈঃ ! মা ভৈঃ ! রবে !"
রুদ্রদূত ডাকি সবে,
হ'ল উপনীত যথা সুনাসীর থানা ।
ঘোর-বেশে মুক্ত-কেশে করাল বদনী,
ডাকিনী যোগিনী সঙ্গে,
অসি করে রণরঙ্গে,
আইলেন মহাকালী জলদ বরণী ।

সুরগণে সমবেত সহস্রলোচন,
দেখিয়া নয়নে তবে,
আজ্ঞা দিল দেব সবে—
চল শীঘ্রগতি যাই করিবারে রণ।
বাসবের রণবাদ্য বাজিল অমনি;
কাঁপে মন্দাকিনী জল,
কাঁপে স্বর্গ টল্‌মল্‌,
কাঁপিল শোণিত-শিরা দেবের তখনি।
নিজ নিজ প্রহরণ ধরি সুরগণ,
করি সবে আস্ফালন,
চলিছে করিতে রণ,
দেবরাজ আজ্ঞা পেয়ে উৎসাহে তখন।
সর্ব্ব অগ্রে শরজন্মা দেব-সেনাপতি,
কোদণ্ড টঙ্কার করি,
মারিতে দুরন্ত অরি,
প্রবেশিলা রণাঙ্গণে বীর মহামতি।
মধ্যভাগে শচীনাথ মাতলি সারথি,
আগে পাশে দেবগণ
থাকি সবে সেইক্ষণ
উপস্থিত হইলেন সকলেতে তথি।
"দাঁড়া রে দুরন্ত দুষ্ট দনুজের দল!"
বলি হাঁকে দেবগণ,
করে অস্ত্র বরিষণ,
শরে শরে হ'ল যেন শ্রাবণ-বাদল।

"সমরে অদূরদর্শী দুষ্ট দৈত্য দল।
নিশাকালে কি কারণ
করিবারে এলি রণ ?"
বলিয়া নিন্দিলা যবে তারকসূদন ;
রুষিয়া দানবগণ অমনি তখন,
শূল, শেল, ধনুর্ব্বাণ,
কেহ খড়্গ খরশান,
লইয়া লাগিল তারা করিবারে রণ।
অসিতে অসিতে যুদ্ধ, মুষলে মুষল,
গজ ধায় গজবরে,
অশ্বে অশ্ব যুদ্ধ করে,
তুমুল সংগ্রামে ক্ষুব্ধ হ'ল রণস্থল।
বাণে বাণে আচ্ছাদিল গগন মণ্ডল ;
সুরাসুরে হয় রণ,
বিশ্ব কাঁপে ঘন ঘন !
রুধিরে হইল রাঙ্গা মন্দাকিনী-জল।
অগণ্য দানবীসেনা হ'ল তিরোধান ;
কেহ অর্দ্ধমৃত প্রায়
হ'য়ে গড়াগড়ি যায়,
কেহ বা রয়েছে করি বদন ব্যাদান।
তবে ত দানব আজ্ঞা দিল সারথিরে ;—
"লহ রথ ত্বরা করি
যথায় তারক অরি,
সমরে পরাস্ত তারে করিব অচিরে।"

আনিল শতাঙ্গ স্থত সম্মুখে তাঁহার,
রথ-অশ্ব গর্জ্জে তথা,
হরের কুমার যথা,
লাগিছে দেখাতে বীরপণা আপনার।
একবারে বার বাণ যুড়িয়া কার্ম্মুকে
দৈত্য করে সিংহনাদ,
দেবে গণে পরমাদ!
বিন্ধিলা তাহাতে বীর কুমারের বুকে।
শরাঘাতে ষড়ানন লাগিলা হাসিতে;
দেখি দৈত্য কটু বলে,
বহ্নি যথা ঘৃতে জ্বলে,
ততোধিক জ্বলিলেক না পারি সহিতে।
দম্ভ করি দৈত্যস্থত কহিছে তখন;—
"আমার সমর আগে
কে আছে অমর ভাগে,
দাণ্ডাইয়া ক্ষণ কাল করিবেক রণ?
কেমনে জানিলি তুই জিনিবি দানবে?
নহে এ তারকাস্থর,
শোন্ দুষ্ট, ওরে ক্রূর!
এখনি বাঁধিব দেখ দেবতা বাসবে!
থাকিতে হবে না আর বৈজয়ন্ত ধামে,
ছিল না জগতে বীর;
তাই সবে আছ স্থির;
কিন্তু এবে জান না কি শঙ্খাস্থর নামে?

"সম্মুখ সমরে আজ যুঝে, সেই বীর,
দেখিব ত্রিদশ দল
কত ধরে অঙ্গে বল ;
অবিরল ঝরাইব নয়নেতে নীর।
পারিজাত মালা ইন্দ্র পরয়ে যে গলে,
হীরক খচিত হার
শোভয়ে যে কণ্ঠে তার,
হইবে আবদ্ধ তাহা দাসত্ব-শৃঙ্খলে।
বৈজয়ন্ত ধামে যথা রাজসিংহাসনে
বসয়ে বাসব তোর,
এই রে প্রতিজ্ঞা মোর,
বসা'ব জনকে আমি সে রাজ-আসনে
ঘুচাব অমর নাম রাখিব গৌরব ;
দেবগণে কাঁদাইব,
দানবেরে হাসাইব,
লইব কাড়িয়া ত্বরা বাসব বিভব।
বীর অংশে জন্ম মোর, বীর অবতার
কুমার নিশ্চয় জেন,
কহিলাম তোরে হেন,
স্বর্গের সুষমা হবে শীঘ্র ছারখার।
দেখাব দানব-বীর্য্য দেখিবি কেমন !
ছাড়িব না একজনে,
হারাব অমরগণে,
সবার সম্মুখে আমি কহিনু এমন।"

বলির কুমার মুখে এতেক বচন
শুনিয়া শ্রবণে তবে,
পর্জ্জন্য-নিনাদ-রবে
গর্জ্জিয়া বলিলা বীর দেব ষড়ানন ;—
"শুন হে দানবসুত ! বহুকাল পরে
পুনরায় মহারঙ্গে,
হবে রণ দৈত্য সঙ্গে,
আসিয়াছি তাই আমি সাজিয়া সমরে ;
কিন্তু এই ভয়ানক সমর-সাগরে
বালক সেনানী তুমি,
মহার্ণবে যথা ভূমি,
দেখিয়া অবজ্ঞা মোর হ'তেছে অন্তরে !
করিবারে বাঞ্ছি রণ দানবেন্দ্র সনে ;
তোমা নাহি চাই আমি,
কোথায় দানব স্বামী ?
দেহ দেখাইয়া, তারে, সমর প্রাঙ্গণে ;
একে এ নবীন কান্তি বালক তাহাতে,
কেমনে তোমার সনে,
ধরি অস্ত্র ঘোর রণে
তুলিব কলঙ্ক লোকে গাইবে যাহাতে ?"
কহে শঙ্খাসুর,—"অগ্রে জিনহ আমারে ;
কথায় কি প্রয়োজন ?
শীঘ্র আসি দেহ রণ,
প্রাণ যদি পাও তবে দেখিবে তাঁহারে,

সুররক্তে রণক্ষেত্র হবে প্রক্ষালিত,
অমর মস্তক পরে
অসুরেরা দর্প ভরে
দলিবে নিয়ত, স্কন্দ, জানিহ নিশ্চিত।”
বলির কুমার মুখে এতেক বচন
দেব সেনাপতি তবে
গর্জ্জিয়া ভীষণ রবে,
ভয়ঙ্কর অস্ত্রগণ করিলা বর্ষণ,
অমনি সন্ধান পূরি বলির নন্দন,
এড়ি অস্ত্র খরশান,
শূন্য পথে খান্ খান
করিয়া ফেলিলা কাটি সেই শরগণ।
ব্যর্থ গেল অস্ত্র যদি রুষিয়া কুমার,
তূণ হ’তে বাছি বাণ,
ধনুকেতে দিয়া টান,
ছাড়িলা তাহাতে যুড়ি দিয়া হুহুঙ্কার।
শূন্য পথে আসে বাণ অগ্নি হেন জ্বলে
নাশিতে দানব দল;
বনে যথা দাবানল
দহিতে প্রস্তুত হয় মহীরুহ দলে।
পলায় অসুর দেখি ভয় পেয়ে মনে,
শঙ্খাসুর কহে তবে—
“দাঁড়াও দানব সবে!
এখনি ছেদিব অস্ত্র দেখহ নয়নে।”

রণে ফিরাইয়া যত দানবের দল,
নিজ বাণ এড়ি পরে
কুমারের অস্ত্রবরে
কাটিয়া হাসিতে বীর লাগে খলখল।
তবে দৈত্য অনীকিনী সকলে তখন
দ্রুঘন, ভীষণ শল্য,
চক্র, প্রক্ষ্বেড়ন, ভল্ল,
দিলেক ছাড়িয়া ভয়ে কাঁপে দেবগণ!
ভয়ঙ্কর অগ্নিবাণ হইতে তখন
ধূম অগ্নি উদগীরণ,
ব্যোমপথ আচ্ছাদন
করিয়া নাশিতে ছুটে যত দেবগণ।
চঞ্চল পয়োধি-নাথ হইয়া হতাশ,
ফেলিছে তরঙ্গ শ্বাস,
হয় বুঝি কীর্ত্তিনাশ,
ব্যোমপথে দেখি বাণ ভাবিয়া সন্ত্রাস।
অনন্তর শত শর যুড়িয়া কার্ম্মুকে,
কাঁপাইয়া ত্রিভুবন,
হৃদে চিন্তি পঞ্চানন,
বিন্ধিলা বলির পুত্র কুমারের বুকে।
মূর্চ্ছিত হইলা তাহে ময়ূর-আসন,
ছয় মুখে তৎক্ষণাৎ,
রক্ত উঠি অকস্মাৎ,
ত্যজিয়া বাহন বীর পড়িলা তখন।

হেরি হাহাকার করে দেবের সমাজ—
আনিয়া শীতল বারি
কেহ দেয় মুখে তারি,
ব্যজন করেন পাখা নিজে দেবরাজ।
কতক্ষণে চেতন পাইলা বীরবর।
নাহিক শকতি আর
করিতে সমর তাঁর,
পলাইলা ভঙ্গ দিয়া রণে অতঃপর।
সেনানী ভয়েতে যদি গেলা পলাইয়া।
কোপেতে কম্পিত কায়,
নিজগণ সঙ্গে ধায়,
আরক্ত নয়নে এল কৃতান্ত ধাইয়া।
শমনে সমরে হেরি দনুজের দল
"মার,! মার্!" করি তবে,
শেল শূল লয়ে সবে,
ঘেরিল নিমিষে তাঁরে দৈত্যবীর-দল।
অর্দ্ধচন্দ্র শিলীমুখ বাণ ব্রহ্মজাল,
মুষল, মুদ্গর বরে
ল'য়ে কেহ ত্বরা ক'রে,
নিক্ষেপিছে আর ভয়ঙ্কর ভিন্দিপাল।
শঙ্খাসুর পাছে করি, যত বলি-বল
করে যুদ্ধ যম সনে,
সবে উৎসাহিত মনে
বাণাঘাতে রবিসুতে করিলা বিকল।

দিতি-সুত রথ-চক্র চূর্ণি মেঘদল
ফিরিতেছে নিরন্তর,
ভয়ে স্তব্ধ চরাচর,
অবিরাম দলিতেছে তাহে সুরবল।
ঘোর রণ প্রভঞ্জনে দেব দৈত্য-দাপে,
শিঞ্জিনী টঙ্কারি ঘন,
অস্ত্রাঘাত বিভীষণ,
সেনার গর্জ্জনে ঘন মেরুশীর্ষ কাঁপে।
অস্ত্রের উপরে অস্ত্র করে বরিষণ—
তীক্ষ্ণ উল্কা সমশর
অসুরেরা বহুতর
একবারে এড়িলেক করিয়া গর্জ্জন।
বাণে বাণে নিবারিয়া সূর্য্যের নন্দন,
কহিছে দানবে ডাকি,
গম্ভীর নিনাদে হাঁকি—
"কোথায় বলির পুত্র? ওরে দৈত্যগণ!
দেখাইয়া দেহ তারে আমারে সত্বর।
যদি পাই দেখা তার,
তা হলে নিস্তার আর,
থাকিবে না কহিলাম সবার গোচর।
অন্তরে ভেবেছ বুঝি জিনিয়াছি দেবে?
নহে এ তারক-অরি,
চরমে চিন্তহ হরি,
আপনি শমন যুদ্ধে আসিয়াছে এবে।

ঐ দেখ, দুষ্ট দৈত্য! পিতৃগণ তব
ফেলিছে নিশ্বাস ঘন,
হেরিয়ে নশ্বর রণ,
বংশ নাশ হয় পাছে সত্রাসেতে সব,
এই বেলা লও, দৈত্য! করিয়া তর্পণ;
আমার সমরে সবে
মরিলে কি আর তবে,
বারি দানে তুষিবেক তব পিতৃগণ?"
শুনিয়া শমন-মুখে এতেক বচন,
অগ্নি হেন উঠি জ্বলি
কহে সূচীমুখ বলি—
"দাঁড়া রে, কৃতান্ত, তোরে দেখাব এখন।
মনে কি ক'রেছ তুমি সবার শমন?
যে সে বীর নয় আমি,
শোন্ সংযমনী স্বামি!
এখনি পাঠাব তোরে তোমারি ভবন।
না উদিতে পূর্ব্বাশায় তোমার জনক
দনুজের হবে জয়;
ইহা মোর মনে লয়,
তবে কেন বৃথা গর্ব্ব মৃত্যুর নায়ক?
কোন মতে মম হাতে পাও পরিত্রাণ;
তাতেও নিস্তার নাই,
কহি শুন মম ঠাঁই,
আছে রে কৃতান্ত! তোর বলির সন্তান।

ছি ছি রে শমন ! শত ধিক্ ধিক্ তোরে
মুখে গর্ব্ব পরকাশ,
অন্তরেতে পাও ত্রাস,
আপনি আপনা বড় দেখ নিজ জোরে !
আমার সংগ্রামে তোর নাহি পরিত্রাণ,
অন্তরে জানিহ স্থির
এখনি কাটিব শির,
ঘুচাব অমর নাম ধরিয়া কৃপাণ ।
জগতে পাবি না স্থান করিতে বিশ্রাম
অমর কুলেতে কালি
কেন আসি দিলি ঢালি ?
বল্ রে কৃতান্ত ! নাহি ভাবি পরিণাম ?"
এতেক বলিলা যদি পরুষ বচন ;
কোপেতে কম্পিত যেন
মাতঙ্গ অঙ্কুশে হেন
রুষিয়া উঠিল দেব রবির নন্দন
বিকট ভীষণ রদ করিয়া বিস্তার
আজ্ঞা দিল সূর্য্যসুত,
ভয়ঙ্কর যমদূত
কূট করতালি দিয়া বলি মার্ মার্ !
প্রবেশিলা রণক্ষেত্রে যত যোদ্ধা দল ।
শেল, শূল, দর্পভরে
উঠাইয়া স্কন্ধ'পরে
আচ্ছাদিল কেহ শরে গগন মণ্ডল ।

গর্জ্জিছে অমর সৈন্য ভৈরব গর্জ্জনে ;
নিষ্কোষিত অসি যায়,
পদাঘাতে কেহ হায়,
নাশিছে দানবীসেনা উৎসাহিত মনে।
অকস্মাৎ একবারে লক্ষ অগ্নি বাণ,
ভীষণ গর্জ্জন করি,
ছাড়িলা দুরন্ত অরি,
কত শত দৈত্য-সুত হৈল তিরোধান।
লইয়া উলঙ্গ অসি শব-উরঃপরে,
লোল জিহ্বা অট্টহাসে
করালবদনা হাসে,
বিশ্ব চরাচর কাঁপে থথর্ থথরে !
ঊর্দ্ধবাহু যত তথা রুদ্র-দূতগণ,
ভৈরব আরব করি,
মৃত দেহ করে ধরি,
মন্দাকিনী জলে সবে করে বিসর্জ্জন।
সমর প্রাঙ্গণ হ'ল শ্মশান সমান—
স্থাপিত সম্মুখে শব
বিরত বদনে রব,
রয়েছে পড়িয়া কেহ ধরিয়া কৃপাণ।
নাচিছে প্রমথগণ, ডাকিনী হাঁকিছে
একে অন্ধকার নিশি
জগৎ তাহাতে মিশি
ত্রাসিত অন্তরে যেন চাহিয়া রহিছে !

বিরাট তাণ্ডবে ক্ষুব্ধ হ'ল ত্রিভুবন,
দেবসেনা নাচে তালে,
ভূতে বম্ বলে গালে,
পূর্ণ হ'ল কোলাহলে সমর প্রাঙ্গণ।
বসেছে পেত্নিনীপাল শব ল'য়ে ভূঁয়ে;
হী-হী শব্দে ঘোরতর,
পূর্ণ হ'ল চরাচর,
লাগিল উড়িতে দৈত্য ঘন ঘন ফুঁয়ে।
আনন্দসাগরে ইন্দ্র ভাসিল তখন,
জানিল জিনিমু রণে,
আজিকে অসুরগণে,
মিথ্যা যে হইল এবে দুর্ব্বাসাবচন।
পলায় আসুরীসেনা ভঙ্গ দিয়া রণ,
মুখে বলে হায়! হায়!
সমরেতে প্রাণ যায়!
কেমনে পাইব ত্রাণ সংশয় জীবন!
গর্জ্জিয়া কহিল তবে বলির নন্দন—
"দাঁড়াও দানবগণ!
কেন ভঙ্গ দাও রণ?
এখনি দেখহ করি বাসবে বন্ধন।
ভেবেছ কি মনে যুদ্ধে অদিতিনন্দন,
রণে তোমা হারাইয়া,
সিংহাসনে পুনঃ গিয়া,
বসিবে শচীরে ল'য়ে হয়ে হৃষ্টমন

বলির কুমার আমি হরের কিঙ্কর।
আমার সমর আগে,
কে আছে অমর-ভাগে,
স্থির হ'য়ে ক্ষণকাল করিবে সমর ?
ধর ধনুর্ব্বাণ সবে বাজাও বাজনা ;
শঙ্খাসুর জীয়ে এবে,
তাও কি দেখ না ভেবে ?
রক্ষিত বেলায় সিন্ধু জেনেও জান না ?
কি ছার মিছার প্রাণ করিয়ে ধারণ ?
রাখিব বীরত্ব ধর্ম্ম,
সাধিব বীরের কর্ম্ম,
অবশ্য বাঁধিব ইন্দ্রে পিতার কারণ।
শঙ্কর সেবক আমি দেখাব বিক্রম।
দেখিব দেবতা দল
ধরে কত অঙ্গে বল,
আশ্চর্য্য হইবে দেখি আমার করম।
করয়ে সাগর যদি বেলা অতিক্রম,
মলয়-অনিল-বলে
যদি হিমাচল টলে,
তথাপি জানিহ স্থির আমার বচন।
সাধিতে পিতার কর্ম্ম জনম আমার,
বাসবে না ডরি আমি,
অজে যথা পশু-স্বামী,
জানিহ তেমতি দৈত্য কহিনু এ সার।

চল রে দানবীসেনা চল আরবার ;
দেখিব অমরগণ,
কি করিয়া করে রণ,
বীরের নন্দন আমি বীর অবতার।
আমারে জিনিতে রণে আছে সাধ্য কার ?
কি ভয় অন্তরে কর ?
ধর অস্ত্র যুদ্ধ কর
উৎসাহিত হ'য়ে সবে আজ্ঞায় আমার।
বীরমদে মাতি সবে বাজাও বাজনা ;
'জিনিল দানবপতি,
জিনিল দানবপতি',
বলিয়া সকলে পুনঃ দাও এ ঘোষণা।
ফিরিল দানবীসেনা বাজিল বাজনা ;
নড়ে মহীরুহ-মূল,
ছুটিল কলম্বকুল
যেন ক্ষিপ্ত গ্রহবৎ, কাঁপে দিগঙ্গনা।
সেনা সঙ্গে শঙ্খাসুর সুমুখ সারথি ;
কোদণ্ড টঙ্কার করি,
দলিতে দুরন্ত অরি,
হ'ল উপস্থিত দৈত্য বীরদাপে তথি।
দেবতা দানবে যুদ্ধ বাজে আরবার—
জগৎ সংসার স্তব্ধ,
সুরাসুরে যুদ্ধারব্ধ.
কেহ বা গম্ভীর রবে ছাড়িছে হুঙ্কার

যোগেতে জানিয়া ঋষি যোগীন্দ্র প্রধান
ব্রহ্মার নন্দন আসি,
মুখে খল খল হাসি,
থাকিয়া গগনে দেখে বাণের সন্ধান।
কোন্দলের মন্ত্র ঋষি পড়ে বার বার ;—
কেহ বাক্যে যুদ্ধ করে,
কেহ বা কৃপাণ করে,
দানবে দেবতা দল করে ছারখার।
তবেত বলির সুত ছাড়িয়া স্যন্দন,
বায়ুগামী অশ্ববরে
চাপি, ত্বরা করি পরে
বিধিদত্ত পাশ-অস্ত্র করিলা ধারণ।
শোভিল সুন্দর তনু হয়ের উপরে,
শিরে শোভে শিরস্ত্রাণ,
তূণে পূর্ণ পৃষ্ঠে বাণ,
জ্বলে অক্ষি যেন অর্ক দ্বিতীয় প্রহরে!
বীরমদে মাতি বীর ভীম অস্ত্র ঝাঁকে,
দেবরথী কম্পমান
দেখি বলে নাহি ত্রাণ,
চিন্তি দেব আখণ্ডল পড়িলেক ফাঁকে।
অতঃপর সেই অস্ত্র শূর শঙ্খাসুর,
ছাড়িয়া ভীষণ নাদে,
মুহূর্ত্তেকে অবিবাদে,
করিলা অমরগণে সেই কালে দূর।

একাকী সমরক্ষেত্রে অদিতিনন্দন
"ত্যজি গেল বন্ধুগণ,
কি করিয়া হয় রণ !"
ভাবেন "ফলিল বুঝি দুর্ব্বাসাবচন !
বিপদ্-সাগরে বন্ধু দেব নারায়ণ ;
আর কি করিব বল,
সকলি করম ফল,
নতুবা তিনিও কেন করিলা গমন ?"
এতেক চিন্তিয়া যবে কশ্যপনন্দন
নাশিতে দুরন্ত অরি,
যান ত্বরা বজ্র ধরি,
হেনকালে পাশ অস্ত্রে দানব তখন
করিয়া বন্ধন দেবে মহানন্দে হাসে।
তাথৈ তাথৈ তালে,
দৈত্যগণ নাচে ভালে।
আনিলা কুমার ইন্দ্রে অসুরেন্দ্র পাশে ॥
লাজে হেটমুণ্ডে রহে অদিতিনন্দন।
গেল স্বর্গ সিংহাসন,
গেল শচী প্রাণধন,
অশেষ ভাবনা মনে ভাবে অনুক্ষণ।
নাচিল অমর লক্ষ্মী দানবেন্দ্র ভালে।
শচী উন্মাদিনী এবে,
পতির ভাবনা ভেবে,
নাচেন উশনা কবি বাজাইয়া গালে।

পোহাল যামিনী জয় দানবেন্দ্র বলি ;
শচীর নয়ন নীর,
করে শোভা দূর্ব্বাশির,
ফুটিল সরসীমাঝে কমলের কলি ;
দানবের সুখসূর্য্য দিলা দরশন ।।
সবিষাদে সমীরণ
দেবদশা নিরীক্ষণ
করি, ধীরে ধীরে তথা বহিল তখন ।
স্বর্গরাজ্য সিংহাসন করি অধিকার ।
মনের বাসনা সাধি,
অমর ঈশ্বর বাঁধি,
আনিলা অসুরনাথ আপন আগার ।
অমরায় সুরগণ করে হায় হায় ;
আশ্রমে দুর্ব্বাসা মুনি,
নারদের মুখে শুনি,
বিরাট তাণ্ডবে নাচি হরগুণ গায় ।
হারিল দেবেন্দ্র আজ দানবেন্দ্র সনে ;
বিষম বরিষা কাল,
হরিণে বাঘের গাল,
চাটে যথা অদৃষ্ট-চক্রের আবর্ত্তনে ।
কোথা জনলোক কোথা ত্রিদশ-আলয়
এতদূর হ'তে আসি,
স্বর্গের সুষমা রাশি,
নাশিল দানবে মরি হৃদে নাহি সয় ।

কালের কুটিল গতি বহে অবিরাম।
মুহূর্ত্তেক পূর্ব্বে, আহা
কি হবে কে বলে তাহা ?
বিজন কানন এবে বৈজয়ন্ত ধাম ॥

ইতি শঙ্খাসুর-বধ-কাব্যে ইন্দ্রনিগ্রহ নামক
পঞ্চম সর্গ।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

